অজয়েন্দু নাটক।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত।

বিক্রম্য সহসা হস্তাদমৃতং তদিহানয়ে
রামায়ণ।

কলিকাতা।

৬৬ নং বীডন্ ষ্ট্রীট

বীডন্ যন্ত্র।

সম্বৎ ১৯৩১।

উপহার

পরম পূজনীয়া শ্রীমতী মাতা ঠাকুরাণী

শ্রীচরণেষু।

মা।

সন্তান যেখান হইতে যাহা কিছু প্রাপ্ত হয়, তাহা পিতা-মাতার নিকট অগ্রে আনিয়া দেয়। বাল্যকাল হইতে একান্ত মানস যে স্নেহপূর্ণ মাতৃকোলে আমার যতনের ধন গুলি রাখিয়া দিই, আমার জন্য তাহা নাই সেই জন্য আজি নয় বৎসর কিছুই আনিয়া দিতে পারি নাই; আমি তোমাকে পাইয়াছি, এখন হইতে মা, তোমার নিকট সকল দ্রব্য আনিয়া দিব। এক্ষণে আমি বিস্তীর্ণ সাহিত্য ক্ষেত্রের পথিক। অতি-যতনে অজয়েন্দুকে আহরণ করিয়াছি। আমার আহৃত ধনকে তোমার স্নেহপূর্ণ মাতৃকোলে অতি যতনে অর্পণ করি একান্ত মানস— কিন্তু জানিনা ইহা তোমার প্রীতিপ্রদ হইবে কি না। মা ! যোগেন্দ্র তোমার অতি যতনের—আদরের ধন, তাই বিশ্বাস হয় যে মৎ প্রসূত ধন ও তোমার আদরের হইবে ; তাই ভাবিয়া তোমার কোমল স্নেহপূর্ণ মাতৃকোলে আমার আহৃত ধন অজয়েন্দুকে যত্নের সহিত অর্পণ করিলাম।

তোমারই প্রিয় সন্তান
শ্রীযোগেন্দ্র নাথ

বিজ্ঞাপন।

লেখনী প্রসূত নাটক হস্তলিপিতে শেষ হইল। লোকসমাজে হাস্যাস্পদ হইব, মূঢ় অজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইব, অর্ব্বাচীন ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া পরিগণিত হইব তাহা পূর্ব্বে ভাবি নাই। বিস্তীর্ণ সাহিত্য ক্ষেত্রের অপরিপক্ক পথিক আমি—পূর্ব্ব পশ্চাৎ না ভাবিয়া একেবারেই প্রশস্ত সাহিত্য ক্ষেত্রের আহৃত ফলটী আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখাইয়া ও তাঁহার অনুমতি ও ইচ্ছায় আমি জন সমাজে হাস্যাস্পদ হইবার জন্য ফলটীকে মুদ্রা যন্ত্রে প্রেরণ করিলাম। মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য আরম্ভ হইল, ভয়ের সূত্রপাত হইল। এক দিন, দুই দিন, তাহার পর দিন, তাহার পর সপ্তাহ, তাহার পর এক মাস অতীত হইলে পর মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য শেষ হইতে লাগিল—তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ের সঞ্চার ও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এক্ষণে লেখনী প্রসূত ফলটী সুন্দর ও সুপক্ক হইয়া জনসমাজে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছে। জানিনা ইহা দ্বারা দেশের বা সাহিত্য সংসারের কি উপকার হইবে? ইহা সর্ব্বদোষে অলঙ্কৃত—বীর রস, করুণ রস ও মাঝে মাঝে কলুষিত হইয়াছে। পাঠক, আমার দোষ নাই, আমারঅসম সাহসের দোষ। যদি আপনাদের অনুগ্রহে এ দোষ সম্বলিত, কলুষি ও কলঙ্কৃত ফলটী প্রীতিপ্রদ ও সুস্বাদু হয় তাহা হইলে আশায় আস্বস্ত হইয়া সাহিত্য সংসারে পুনরায় অবতরণ করিব, নহিলে ইহাই আমার শেষ।

উপসংহার কালে আমার বালক কালীন সহচর ও বন্ধু শ্রীযুক্ত হীরালাল নান মহাশয় আমাকে নাটক প্রণয়ণ কালে নানা প্রকারে

সাহার্য্য করিয়াছেন। ইহাঁরই উৎসাহে আমি এ দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় আমাকে নাটকস্থ সুমিষ্ট সংগীত দ্বারা সাহার্য্য করিয়াছেন। তজ্জন্য ইহাঁদের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম।

দূত কার্য্যালয়।
৩০ শে মাঘ। ১২৮১ সাল। } শ্রীযোগেন্দ্র নাথ

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

অজয়েন্দ্র সিংহ ... ... ক্ষত্রিয় রাজ।

সদয় সিংহ ... ... সেনাপতি।

ত্রিলোচন ... ... সদয়সিংহের বন্ধু।

বিদুর ... ... আমোদী পুরুষ।

সাজাদা ... ... নবাব সৈন্যাধক্ষ্য।

ক্ষত্রিয় রাজমন্ত্রী।

ক্ষত্রিয় সৈন্যাধক্ষ্য।

নবাব।

নবাবমন্ত্রী।

দূত, দৌবারিক, নাগরিক, সৈন্যগণ, ভৃত্য, প্রহরী, সৈনিক পুরুষ, সেনাপতি প্রভৃতি।

স্ত্রী।

ইন্দুমতি ... ... ক্ষত্রিয়া রাজ্ঞী।

সুনন্দা ... ... অজয়েন্দ্র সিংহের ভগ্নী।

প্রেমময়ী ... ... সুনন্দার পরিচারিকা।

জ্ঞানদা, মোক্ষদা, সুখদা } রাজ্ঞীর সখি।

মধুমতী ... ... রাজ্ঞীর পরিচারিকা।

আতবী ... ... নবাববেগম।

কুল্‌সন্‌ ... ... নবাব পুত্রী।

দাসী পরিচারিকা প্রভৃতি।

অজয়েন্দ্র নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

(নেপথ্যে) তরবারির শব্দ ও যবনের চীৎকার ধ্বনি।

আল্লা আল্লা হো ইত্যাদি।

জ্ঞানদা, ইন্দুমতি, সুনন্দা ও মোক্ষদার প্রবেশ।

জ্ঞানদা। (সচকিতে) ও ভাই ইন্দুমতি! আমাদের গড়ের দক্ষিণ পর্শ্বে ও কি ভয়ঙ্কর রব হচ্চে। ও ভাই, ও যে যবনের চীৎকার ধ্বনি! ও ভাই, কি হবে ভাই?

ইন্দুমতি। কি! ক্ষত্রিয় রাজত্বে যবনের প্রবেশ? আবার গড়ের পার্শ্বে! তাইত; যথার্থই যে ভয়ঙ্কর রব শুন্তে পাওয়া যাচ্চে! সেনাগণ কি সশস্ত্রে প্রস্তুত আছে? দেখি—

(নেপথ্যে) আল্লা আল্লা হো ইত্যাদি।

সুনন্দা। ও ভাই ইন্দুমতি, জ্ঞানদা, এ যে ক্রমেই ভয়ঙ্কর রূপে রব বৃদ্ধি হতে লাগলো। আমার বোধ হচ্চে, যে যবনেরা গড়ের মধ্যে প্রবেশ করে, যোধপুর শ্রীহীন করে, ক্ষত্রিয় কুলে কলঙ্ক দিয়ে বেরিয়ে যাবে, আমাদের প্রভু অজয়েন্দ্র সিংহের—

মোক্ষদা। সুনন্দা! তোর ভাই যত অনাসৃষ্টি কথা। আমাদের বীরাঙ্গনা ইন্দুমতি থাক্‌তে ক্ষত্রিয় কুলে কলঙ্ক পড়বে বলচিস্‌! আ মরণ আর কি! দেখ দিকিন তোর এই কথা গুল শুনে ইন্দুমতি জ্ঞানদার গলায় হাত দিয়ে কি ভাবচে। (জ্ঞানদার গলায় হাত দিয়া দণ্ডায়মান)

ইন্দু। ক্ষত্রিয় রাজ্ঞী হয়ে কুলের কলঙ্ক দেখ্‌তে হবে? (চিন্তা)

(নেপথ্যে) আল্লা আল্লা হো ইত্যাদি।

উঃ কি ভয়ঙ্কর! ক্রমেই যেন এরা ভয়ঙ্কর ও প্রবল হচ্চে (কিঞ্চিৎ পরে) ক্ষত্রিয় কুল কি নিদ্রিত? তাইত (চিন্তা করিয়া) এ সময়ে প্রিয়তম অজয়েন্দ্র সিংহ কোথায়? (চিন্তা)

(নেপথ্যে) ক্ষত্রিয় রাজাকে বন্দী করে লয়ে যাও, ব্যাঘ্রকে জীবিতাবস্থায় কারারুদ্ধ কর্ত্তে হবে।

(একজন আহত, ভয়ত্রস্ত ও রোদনশীল দূতের প্রবেশ)

ওঃ! ক্ষত্রিয় কুল আজ অজয়েন্দ্র বিহীন হোল—

ইন্দু। (সচকিতে) কি শুন্‌লেম! দূত একি! এ বেশে কেন? সংবাদ কি বল?

দূত। রাজা অজয়েন্দ্র সিংহ যবন হস্তে বন্দী হয়েছেন, আর কি সংবাদ দিব? রাজ্ঞি, এ অধম দূতের, দূতের কার্য্য সম্পন্ন হোল। আর এ দূতের মুখাবলোকন কর্‌বেন না।

দূত গমনোদ্যত।

ইন্দু। দূত ক্ষণেক বিলম্ব কর। এরূপ বিষম সংবাদ দিয়ে তুমি প্রত্যাগমন কর্চ্চ? যবনেরা কি প্রকারে জয়ী হোল? রণজিৎ কোন প্রকারে রক্ষা কর্‌তে পাল্লে না? ক্ষত্রিয়-রাজের এত সেনা কপট ব্যাঘ্রের নিকট মেষের ন্যায় হয়ে গেল; আর অজয়েন্দ্র সিংহ দিগ্বিজয়ী হয়ে এই কতকগুল

কীটানুকীটের হস্তে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিলেন ? ধিক্ ! এখন আমাকে সব বল।

দূত। রাজ্ঞি ! সন্ধ্যা রাত্রে অনবধানতা বশতঃ আমরা যুদ্ধবিগ্রহের কোন আশঙ্কা করি নাই। সুতরাং কেহই যুদ্ধ কত্তে প্রস্তুত ছিল না, রাত্রি এক প্রহরের সময় হঠাৎ যবনেরা সশস্ত্রে সজ্জীভূত হয়ে আমাদের গড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে জয়ধ্বনি কত্তে লাগ্‌লো। গড়ের মধ্যে সেনাপতি সৈন্যদিগকে যুদ্ধবেশে সজ্জীভূত হতে আজ্ঞা দিলেন। ইতিমধ্যে মহারাজ এক দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে গড়ের মধ্যে প্রবেশ করে, সৈন্যদিগকে শীঘ্র শত্রু সম্মুখে উপনীত হতে অনুমতি দিয়ে, আপনি অগ্রসর হলেন ; মহারাজকে অগ্রগামী দেখে সেনাপতি শশব্যস্তে অসজ্জীভূত সৈন্যদিগকে লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রণযাত্রা কল্লেন—কিন্তু রণক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হয়ে দেখেন যে পামরেরা মহারাজকে একাকী পেয়ে অগ্রেই বন্দী করিয়াছে—অসজ্জীভূত ও ভগ্নোৎসাহ সৈন্যগণ কিয়ৎকাল যুদ্ধ কল্লে বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হতে পারে নাই। আর কি বলিব ! এখন আমাদের কি উপায় ! ক্ষত্রিয় কুল নির্ম্মূল হোল ! সেনাপতি মদয়নাথ আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মৃত প্রায়।

ইন্দু। দূত এক্ষণে তুমি বিদায় হও !

[দূতের প্রস্থান।

আমাকে ত ইহার কোন সদুপায় শীঘ্র শীঘ্র অবলম্বন কত্তে হবে, প্রিয়তম অজয়েন্দ্র সিংহকে মুক্ত কর্‌তে হবে, স্বয়ং রণক্ষেত্রে প্রবেশ কর্‌তে হবে। মধুমতি ! আর কাল বিলম্বে কাজ নাই ; অস্ত্র বিদ্যায় তুমি পারদর্শিনী, অসির ব্যবহার রণক্ষেত্রে আমাদের উভয়কেই কত্তে হবে। দেখি, যবন-

দিগের হস্ত হতে ক্ষত্রিয় কুলের চিরগৌরব রক্ষা কর্‌তে পারি কি না? জ্ঞানদা, মোক্ষদা! তোমরাও আমাদের সমভিব্যাহারিণী হয়ো। দেখ যেন ম্লেচ্ছদিগের তরবারির ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে কম্পান্বিত হয়ো না। এক্ষণে চল, রাজমন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিগে।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক।

——oo——

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ইন্দুমতির বসিবার ঘর।

ইন্দুমতি ও সুনন্দার প্রবেশ।

ইন্দু। আর দেখ ভাই সুনন্দা, আজ যেন আমার কিছুই ভাল লাগচে না। আহা! এখন তিনি কিরূপ অবস্থায় আছেন, কি কচ্চেন! হয়ত তাঁহাকে কত যন্ত্রণা দিচ্চে—তাই হয়ত সহ্য কত্তে না পেরে আমায় কতবার ডাকচেন, সম্মুখে পাচ্চেন না, আর কেবল কাঁদচেন, আহা! ক্ষত্রিয়কুল এখন মস্তক শূন্য, আর ভাই ভেবেই বা কি করবো—এখন বল দিকিন সুনন্দা, রাজমন্ত্রী এলে তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধের মন্ত্রণা কল্লে ভাল হয় না!

সুন। আর কেন! আমার এই সব দেখে শুনে হাত পা পেটের ভিতর গেছে। দাদাকে যখন এই বিদেশীরা সহজেই পরাস্থ করেছে, তখন আর যুদ্ধ কল্লেই বা কি, আর না কল্লেই বা কি, তবে নিরস্থ থাকা আমাদের কোন মতেই উচিত নয়।

এখন একবার মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ের পরামর্শ করা নিতান্ত আবশ্যক।

ইন্দু। হাঁ বোন, তবে প্রেমময়ীকে বল, একবার মন্ত্রীকে ডেকে আনুক।

সুন। হাঁ বোন, তবে তাই বলি (উচ্চৈঃস্বরে) প্রেমময়ি একবার এই দিকে আয় দিকিন! শীঘ্র আয় লো।

প্রেমময়ীর প্রবেশ।

প্রেম। আমায় ডাকছেন কেন, কিছু কাজ আছে না কি?

ইন্দু। প্রেমী, তুই একবার মন্ত্রীকে ডেকে নিয়ে আয় দিকিন।

প্রেম। তবে আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

সুন। এখন প্রেমী শিগ্গীর শিগ্গীর ফিরে এলে হয়, এসব বিষয় যতক্ষণ পর্য্যন্ত পরামর্শ না হচ্চে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মন সুস্থির হচ্চে না। এখন মন্ত্রী শীঘ্র শীঘ্র এলে হয়।

ইন্দু। ভাই সুনন্দা! মহারাজের অবস্থা মনে করে যে বুক বিদীর্ণ হচ্চে ভাই। (চক্ষে কাপড় দিয়া উভয়ের ক্রন্দন)

সুন। (ক্রন্দন করিতে করিতে) দিদি! দাদা আমার বীড় চূড়ামণি, তুমিও বীরপত্নী,—বীরাঙ্গনা, এই যুদ্ধ যাত্রার কল্পনা করে আবার অধৈর্য্য হোলে কেন দিদি, চুপ কর।

সুন। ঐ বুঝি মন্ত্রী মহাশয় আসচেন্।

মন্ত্রী ও প্রেমমীয় প্রবেশ।

[প্রেমময়ীর প্রস্থান।

মন্ত্রী। দেবি! ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন্।

(প্রেমময়ীর আসন লইয়া প্রবেশ ও পাতিয়া দেওন)

সুন। মন্ত্রী মহাশয় আসন্ গ্রহণ করুন।

মন্ত্রী। রাজ্ঞি বসুন! সুনন্দা এই, এখানে বস। (অঙ্গুলি দিয়া নির্দ্দেশ)

ইন্দু। মন্ত্রী! যে বিপদ ঘটবার তা ঘটেছে, এক্ষণে অবশিষ্ট যে সৈন্য আছে, তাহারা যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত আছে ত?

মন্ত্রী। দেবি! তাহারা যদিও সংখ্যায় অল্প বটে, বীর্য্যে অল্প নয়, কিন্তু মহারাজ বন্দী হওয়ায় তাহারা ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়েছে। আর যুদ্ধ বিগ্রহে প্রয়োজন নাই, এখন যাহাতে সহজে সন্ধি হয়ে যায়, তার উপায়ই স্থির করা উচিত।

ইন্দু। মন্ত্রী ও কল্পনা ত্যাগ কর। ক্ষত্রিয়া কন্যা অজয়েন্দ্র সিংহের পরিণীতা ও প্রেয়সী স্ত্রী জীবিতা থাক্‌তে ক্ষত্রিয় কুলের অগৌরব হবে? আর স্বামীকে বিদেশীরা—দুরাত্মা যবনেরা ধৃত করে রাখবে, এত আমি স্বচক্ষে দেখতে পারবো না! তুমি কতকগুলি সৈন্য লইয়া গড় রক্ষা কর, আর আমার নিকট কতকগুলি সৈন্য পাঠিয়ে দিও, তাহারা আমার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ কর্‌বে।

মন্ত্রী। দেবি! অগ্রে বুঝুন, তার পর যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতরণ করবেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ কল্লে না জানি কি হতে কি হবে, আর উত্তম উপযুক্ত সেনাপতিও নাই। আমার মতে ওসব গোলমালে না গিয়ে বরং সন্ধি করাই শ্রেয়স্কর।

ইন্দু। মন্ত্রিন্! সন্ধির উপযুক্ত সময়ই বটে! সন্ধির দ্বারা রাজ্য রক্ষা কর্‌বে। কিন্তু কি বিপদে পড়তে হবে তা ত জানলে না। মন্ত্রী, নিশ্চয়ই জেনো, সন্ধি কল্লে ক্ষত্রিয়-দিগের যে জগৎ বিখ্যাত শৌর্য্য, ও বলবীর্য্য আছে, তাহা একবারে হতাদর হবে, নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয় রাজের অপমান হবে। যখন ক্ষত্রিয়দের অস্ত্রই মহাবল, তখন

কতকগুলি ভগ্ন যোদ্ধাদের সহিত সন্ধি করে কি ফল হতে পারে? রাজ্যের অমঙ্গল করা ক্ষত্রিয় রাজের পরিণীতা স্ত্রীর কর্ম্ম নয়। মন্ত্রী! তুমি জ্ঞানী, পণ্ডিত, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান হয়ে আমাকে কিরূপে সন্ধি কর্ত্তে পরামর্শ দিচ্চো? সন্ধি কখনই করতে পারব না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই হাতের পঞ্চ অঙ্গুলি বিনাশ প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ আমি মনের মধ্যে সন্ধির কল্পনা করব না। মন্ত্রী, আমি নিশ্চয়ই রণক্ষেত্রে অবতরণ করবো। সেনাদিগকে সশস্ত্রে সজ্জীভূত হতে আজ্ঞা কর। তা তুমি এক্ষণে বিদায় হও, আর যাহাতে দুর্গ রক্ষা হয় তার বিধিমতে চেষ্টা কর গে? আমি কল্য প্রাতে রণক্ষেত্রে অবতরণ করবো।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

(নেপথ্যে বজ্রধ্বনি।)

একি! সহসা অমঙ্গলের চিহ্ন! বোধ হচ্চে রণদেবী আমাকে রণক্ষেত্রে নিয়ে যাবার জন্য অসময়ে অশুভ লক্ষণ দেখিয়ে শুভ লক্ষণের অঙ্কুরপাত কচ্চেন্। ভাই সুনন্দা! এ অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের কারণ কিছু নির্দ্দেশ কত্তে পার? আমিত ভাই সাহসের উপর নির্ভর কোরে মন্ত্রিকে বিদায় কল্লুম। দেখি, এখন রণদেবী আমার সহায় হন্ কি না? রণদেবী আমার বল, অসি আমার সহায়, ঈশ্বর আমার লজ্জা নিবারণ কর্ত্তা, ভাই, তুমি আমার সঙ্গে রণক্ষেত্রে না গিয়ে দুরাত্মা যবন-দিগের হস্ত হতে যাতে নিরাপদে থাকতে পার তার চেষ্টা কর।

সুন। সাহসে ভর করে রণক্ষেত্রে প্রবেশ কত্তে যাচ্চ। কিন্তু ভাই, যবনদের সাজাদা নামে যে এক সৈন্যাধ্যক্ষ আছে

তার যুদ্ধের পরাক্রম শুন্‌লে তুমি আর যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ কত্তে সাহসী হবে না। সে যখন যুদ্ধে অবতরণ করে তখন সে একা লঙ্কেশ্বর দশাননের ন্যায় হয়। তুমি অবলা, স্ত্রী জাতি—তাতে আবার রাজ-মহিষী—অস্ত্রের ব্যবহার কখন করনি—তা যখন এ অবস্থায় যুদ্ধ করবার প্রয়াস কচ্চ, তখন রণদেবীর উপর নির্ভর করে রণক্ষেত্রে প্রবেশ কোর। রণকল্যাণী তোমাকে সাহসী করবার জন্য এরূপ অকস্মাৎ বজ্রধ্বনি কচ্চেন। তাতে তুমি সন্দিগ্ধ চিত্ত হইও না! এখন ভাই, অতি সাবধানে অসির সহায় লও, দেখ যেন দাদার সঙ্গে সমদশাগ্রস্থ হতে না হয়।

ইন্দু। ভাই যদি বন্দী হয়ে তোমার দাদার সঙ্গে এক কারাগারে বাস কত্তে পারি তা হলেও আপনাকে ধন্য জ্ঞান করবো। (নেপথ্যে) (বজ্রধ্বনি।) একি! বজ্রের উপর বজ্র দেখছি যে। (স্বগতঃ) এ কি অশুভের লক্ষণ। (প্রকাশ্যে) সুনন্দা! আমার বোধ হচ্চে যে এ লক্ষণ সুলক্ষণ।

দৌবারিক উপস্থিত।

দৌবা। রাজ্ঞীর জয় হউক—একজন নাগরিক রাজদ্বারে দণ্ডায়মান—অনুমতি হয় ত তাহাকে এখানে আনয়ন করি।

ইন্দু। দৌবারিক! সেই নাগরিককে শীঘ্র এখানে নিয়ে এস।

দৌবা। (করযোড়ে) আজ্ঞা শীরোধার্য্য।

[দৌবারিকের প্রস্থান।

ইন্দু। ভাই সুনন্দা! এ নাগরিক কোন না কোন সংবাদ নিয়ে আসচে—

দৌবারিক ও নাগরিকের প্রবেশ।

(নাগরিক করযোড়ে রাজ্ঞীকে নমস্কার)

কি সংবাদ নাগরিক ?

নাগ। (করযোড়ে) রাজ্ঞি! আমাদের মহারাজ অজয়েন্দ্র সিংহ যবন কর্ত্তৃক ধৃত হয়ে অসহায় অবস্থায় কারাগারে বদ্ধ। ক্ষত্রিয় কুলের গৌরব রক্ষা করাই মহারাজের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি কারাগার হতে যুদ্ধের উপায় সকল অবলম্বন কচ্চেন। আর তিনি অতি শীঘ্রই দুশ্ছেদ্য কারাশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হতে চেষ্টা কচ্চেন। আর তিনি যে উপায় স্থির করেছেন তাতে নিশ্চয়ই সফল হবেন।

ইন্দু। নাগরিক! এ সংবাদ যথার্থই সুসংবাদ বলে বোধ হচ্চে, ইহার বিষয় আর কিছু জান ত বল।

নাগ। রাজ্ঞি! তিনি যে উপায় স্থির করেছেন তাহা ক্ষত্রিয়দিগের উপযুক্ত বটে। কাল রাত্রি দুই প্রহরের সময় যবন সৈন্যাধ্যক্ষ আবদুল্লা খাঁ তাঁকে বলিয়াছিল যে "তুমি যদি আমার একটী কথা শোন তা হলে এই গভীর রজনীতে তোমায় আমি কারাশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিব এবং তুমি মুক্ত হইয়া শীঘ্র সৈন্য সামন্ত লয়ে নবাব সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধের উদ্যোগ কত্তে পারবে।" ইহা শুনিবামাত্র মহারাজ অজয়েন্দ্র সিংহ ক্রোধান্বিত হয়ে বলিলেন "কি—ইহা কি বীরের কার্য্য, ইহা কি ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব মহারাজ অজয়েন্দ্রসিংহে সম্ভবে ? ইহা ত কাপুরুষের কায। যদি আমি যথার্থই ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব হই—আর স্বাধীনতা যদি আমার একমাত্র মন্ত্র হয়, তাহা হলে কারাগার মধ্য হতে এই অবস্থায় খড়্গ হস্ত হয়ে স্বাধীনতার পুনঃপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করব। আর যদি না পারি তাহা হলে এই কারাগারে জীবন ত্যাগ করব।"

ইন্দু। নাগরিক! এ যথার্থ বীরের কথা—মহারাজ অজয়েন্দ্র সিংহের উপযুক্ত কথা। স্বাধীনতা যে তাঁহার একমাত্র মন্ত্র এবং বীর্য্য যে তাঁহার একমাত্র বল তা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। এখন রণদেবী, রণকল্যাণী আমাদের সহায় হলে ক্ষত্রিয়কুলের মুখোজ্জ্বল কর্‌তে পারি। (দৌবারিকের প্রতি) দৌবারিক! তুমি এই নাগরিককে নিয়ে প্রস্থান কর।

[দৌবারিক ও নাগরিকের প্রস্থান।

ভাই সুনন্দা! দুঃখের পর আহ্লাদের সমাচার পেলে মন যে কত দূর পুলকিত হয় তা বোধ হয় তুমিও অনুভব কোচ্চ, অজয়েন্দ্রসিংহের সুসংবাদ শ্রবণে আমার মনে আশার সঞ্চার হচ্চে।

সুন। তা আর বলতে? দিদী এখন সফল হলেই সব দিক রক্ষে।

(দৌবারিকের পুনঃ প্রবেশ)

দৌবা। (করযোড়ে) রাজ্ঞীর জয় হোক্।

ইন্দু। কি সংবাদ?

দৌবা। দ্বারে একজন নাগরিক উপস্থিত। আপনার শ্রীচরণে সুসংবাদ নিবেদন করবার বাসনা কচ্চে।

ইন্দু। শীঘ্র নাগরিককে আনয়ন কর।

দৌবা। আজ্ঞা শীরোধার্য্য।

[দৌবারিকের প্রস্থান।

আর একজন নাগরিকের প্রবেশ।

নাগ। (করযোড়ে) রাজ্ঞীর শ্রীচরণে প্রণাম করি।

ইন্দু। নাগরিক! কি সমাচার?

নাগ। মহারাজের সুসমাচার লয়ে আজ আপনার নিকট আসি-

রাছি। অজয়েন্দ্র সিংহের জয়, ক্ষত্রিয় কুলের জয় সংবাদ শুনে কাহার না হৃদয় পুলকিত হয়?

ইন্দু। কি সুসমাচার?

নাগ। মহারাজ স্বীয় বলে কারাগার হতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। এখন তিনি সৈন্য সামন্ত লইয়া যবনদিগকে পরাস্ত করিবার কল্পনা কচ্চেন।

ইন্দু। নাগরিক! এসমাচার শ্রবণে আমরা যথার্থই আহ্লা-দিত হয়েছি। এখন কি অজয়েন্দ্র সিংহ রাজ্য মধ্যে উপ-স্থিত হয়েছেন?

নাগ। আজ্ঞা হঁা।

ইন্দু। তোমার এই সমাচারে আহ্লাদিত হয়ে তোমাকে এই হার-গাছটি দিতেছি গ্রহণ কর।

নাগ। রাজ্ঞীর জয় হোক্। [নাগরিকের প্রস্থান।

ইন্দু। (সুনন্দার প্রতি) ভাই সুনন্দা! আমাদের সকল দিকেই মঙ্গল হল, এখন অজয়েন্দ্র সিংহ নিজ রাজ্যে সচ্ছন্দে প্রত্যা-গমন কল্লেই মনবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

সুন। দিদি! ক্ষত্রিয়কুলের কি কখন অগৌরব হতে পারে? ভাগ্গিস্ আমরা মন্ত্রীর পরামর্শে মত দিই নাই, তা হলে কি আজ এ সুসমাচার শুন্তে পেতেম! রণকল্যাণী যাহাদের সহায় তাহাদের কি আর কিছু চিন্তা কত্তে হয়?

ইন্দু। তা ভাই এখন চল, সখীগণকে এ সুসংবাদ দিয়ে রাজ্য মধ্যে প্রচার কত্তে বলি গে।

সুন। তবে ভাই চল। [উভয়ের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

——oo——

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

গড়ের দক্ষিণপার্শ্বস্থ ভূমি।

—00—

কতকগুলি যবন সৈন্য উপস্থিত।

প্র-সৈ। দেখ ভাই সাজাদা সৈন্যাধ্যক্ষ পদের যথার্থই উপযুক্ত। কি বুদ্ধি বলেই যে এমন প্রতাপশালী ক্ষত্রিয় রাজাকে বন্দী কল্লেন।

দ্বি-সৈ। আর ভাই, সাজাদার কথা বল না। আমরা যখন তুরস্ক দেশ থেকে যুদ্ধযাত্রা করি, তখন সাজাদার সৈন্যদল দেখে আমরা ত কখনই ভাবিনি যে এমন যোদ্ধা পুরুষদিগের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ কর্‌বেন।

তৃ-সৈ। সাজাদার ক্ষমতা জগদ্বিখ্যাত। সাজাদা যে যথার্থই প্রশংসার পাত্র তার আর কোন সন্দেহ নাই। তিনি যে কৌশলে এমন যোদ্ধা পুরুষকে আবদ্ধ করেছেন তা আমরা সকলিই জানি, কিছুদিন পরে জগতে সকলই জানৃবে।

একজন যবন আমোদী পুরুষের প্রবেশ।

আ-পু। আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষ সাজাদা যা করবার তা করেছে; কিন্তু একটা বড় কাজ বাকী আছে, সেটা কল্লেই আমাদের মনবাঞ্ছা পূর্ণ হত। রাজা অজয়েন্দ্র সিংহকে ধরে না নিয়ে গিয়ে যদি তার কুলকামিনীকে নিয়ে গিয়ে ফুলাগারে আবদ্ধ করে হৃদয়াসনে বসাতেন তাহা হইলেই পোয়া বার হোত। আর বলি, সাজাদা যোদ্ধা পুরুষিই বটে, তিনি যীর বলেই

বিখ্যাত, কিন্তু আদি রস তো তাঁর ঘটে কিছুমাত্র নাই। আরে এমন কিন্নরী ছেড়ে আস্‌তে আছে? যারে দেখলে নোলায় জল আসে, তারেও অমন করে ছেড়ে আস্‌তে আছে। আর যা বল, আর যা কও ভাই, আমার ত সেই পর্য্যন্ত দেখে মন আই চাই কচ্চে।

প্র-সৈ। ওহে ভাই কোথা দেখলে! তোমার বড় কপাল ভাল! বলি ভাই! আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠে ছিলে তা বলতে পারি নি! (ত্রস্ত্য ভাবে) কোথা দেখেছ, কোথা? একবারে তোমাকে সেই দেখাতেই বসিয়ে দিয়েছে। বলি বলনা? এরাজ্য ত আমাদেরই! আর হেতায় ত কেউ নাই। আর সে রাজরাণীই হোক, আর যেই হোক না কেন; এখনই তাকে নিয়ে আস্‌তে পারব। এখন ব্যাপার খানাটা কি বল দিখিন শুনি।

আ-পু। তবে বলব, শুন। তোমরা ত ভাই দল বল নিয়ে কৌশল খাটাতিই মত্ত ছিলে। আমাকে ত জানই—আমি তোমাদের কৌশলেও থাকি আর নিজের চণ্ডায় ও ফিরি। আর বলতে কি ভাই, তোমাদের কাছ থেকে একটু সরে এসে রাজার বাগানে দেখি যে ছুট পরমাসুন্দরী মেয়ে দাসীর সঙ্গে বাগানে বেড়াচ্ছিল। আমি ত ভাই তাই দেখিই আমাতে যেন আর আমি নাই। তার পর আমি ঐ দিকে যেতে লাগলুম। কিন্তু যে অভিপ্রায়ে যাচ্ছিলাম তার কিছুই হোল না। এখন রাজ্য ত আমাদের প্রায় অধিকারে এসেছে তা দেখা যাক কত দূর হয়। তবে——

দ্বি-সৈ। তবে কি? তবে বলে যে চুপ কল্লে? যেন আর কিছু বলবে বোধ হচ্চে।

আ-পু। না, বলি সাজাদা বীরই হোন্ আর যাই হোন্ দেখলে কি আর রক্ষা থাকবে? সে যা হোক আমাকে ত একবার ছোঁ মারতেই হবে। বল কি? হাতের গোড়ায় চাঁদ পেয়ে কি কেউ ছেড়ে দিতে চায়? সে যা হোক ভাই, এখন দেখা যাক্ কোথাকার জল কোথা গড়ায়। তবে তোমরা এখানে থাক আমি এদিক ও দিক করিগে। (পেটে হাত দিয়া) খানার যোগাড়টাও দেখা যাক।

[প্রস্থান।

প্র-সৈ। আঃ। বাঁচা গেল। কিন্তু লোকটা কিছু রসিক বলে বোধ হচ্চে; তা যা হোগ্‌গে, সাজাদা যে ভাই কি কৌশলেই অজয়েন্দ্র সিংহের সৈন্যদিগকে পরাস্ত করে তাকে বন্দী কল্লে এত ভাই বুঝে উঠতে পাচ্চিনে।

তৃ-সৈ। ও বোঝে ভাই কার সাধ্য।

প্র-সৈ। তাইত, লোকটা কিছু চতুর।

দ্বি-সৈ। তাই যদি না হবে তবে আর সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হবে কেন? ওর বুদ্ধি যে—

একজন সৈনিকের শশব্যস্তে প্রবেশ।

সৈনি। দেখ রাজা অজয়েন্দ্র সিংহ কারা শৃঙ্খল ছেদন করে পলায়ন করেছে। আমি এই সংবাদ শ্রবণ করেই এখানে এসিছি। সাবধান—সাবধান সাজাদার এই আজ্ঞা।

তৃ-সৈ। তাই ত! কি করে পালাল?

সৈনি। তাহার এখন কিছুই স্থির হয় নাই। হয় আমাদের দলস্থ কোন সৈন্য অর্থলোভে বন্ধন খুলে দিয়েছে, না হয় সে নিজে ভগ্ন করে পলায়ন করেছে।

তু-সৈ। তবে আর এখানে অপেক্ষা করবার প্রয়োজন করে না, চল কিঞ্চিৎ অন্তরে অনুসন্ধান করিগে।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—oo—

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যোধপুর প্রান্তর।

সাজাদা উপস্থিত।

সাজা। (পরিক্রমণ করিতে করিতে) তাইত! রাজা অজয়েন্দ্র সিংহ দুশ্ছেদ্য কারাশৃঙ্খল ছিন্ন করে কি রূপে পলায়ন কল্লে? বোধ হয় কোন সৈন্য লোভে প্রমুগ্ধ হয়ে, অর্থের লালসায় এরূপ অধম সাহসের কাজ করেছে। আর যখন আমরা তুরস্ক দেশ হতে এ রাজ্য লণ্ড ভণ্ড করিবার অভিপ্রায়ে বাহির হয়েছি তখন কি ক্ষত্রিয় রাজ্য শ্রীভ্রষ্ট হবে না? অবশ্য হবে; প্রথমে অজয়েন্দ্র সিংহকে বিনা কষ্টে কারারুদ্ধ করেছিলাম, এখন তাকে উত্তম রূপে শিক্ষা দিয়া, যন্ত্রনা দিয়া, আমাদিগের চিরপ্রসিদ্ধ ব্যবহার দেখাইয়া কারারুদ্ধ করিব। (কুপিত হইয়া) দুর্দণ্ডের এত বড় আস্পর্দ্ধা, যে নবাব কারাগার হতে, নবাবের অনুমতি ব্যতিরেকে কারাশৃঙ্খল

ছিন্ন করে চলে যায়? আবার কি না স্বদেশে প্রত্যাগমন করে, পুনরায় রাজমুকুট পরিধান করে, যুদ্ধের আয়োজন কচ্চে? দেখি! অসি তাকে কি রূপে রক্ষা করে; (নিস্তব্ধ ভাবে) ভাইত! নবাব বাহাদুর ও মন্ত্রী মহাশয়ের এই স্থানে আসবার কথা ছিল তা তাঁহারা এখন আস্‌ছেন না কেন? বোধ করি, কিছু বিলম্ব হতে পারে। তবে এখানে একটু অপেক্ষা করা যাক্‌। আজ নবাব বাহাদুরের এখানে শুভাগমন হলে যুদ্ধ সম্বন্ধীয় ব্যাপার তন্ন তন্ন করে মীমাংসা কত্তে হবে। (চিন্তিত) কারাগারে—দুশ্ছেদ্য কারাশৃঙ্খল হতে—সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়েও পলায়ন?

(নবাব বাহাদুর ও মন্ত্রী মহাশয়ের প্রবেশ)

নবা। মন্ত্রিন্‌! সহসা ক্ষত্রিয় রাজপুরুষ কারাশৃঙ্খল হতে নিষ্কৃতি পাবার তাৎপর্য্য কি? আর উহার কি এত ক্ষমতা যে সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়াও এমন দুশ্ছেদ্য কারাশৃঙ্খল ছিন্ন করে পলায়ন করে? আমার নিশ্চয়ই বোধ হচ্চে, কোন সৈন্যের কুযুক্তি ও পরামর্শ দ্বারা এ ঘটনা হয়েছে। মন্ত্রী! তোমার এ বিষয়ে মত কি?

মন্ত্রী। নবাব বাহাদুর! আপনি যে রূপ সন্দেহ কচ্চেন তাহা অতি গুরুতর। আমার বোধ হয় এ কার্য্য কোন সৈন্যের দ্বারা সম্পন্ন হয় নাই। ইহা কারারুদ্ধ ব্যক্তির দ্বারাই সম্পাদিত হয়েছে।

নবা। কিন্তু আমাকে অন্য কোন উপায় অবলম্বন কর্‌বার পূর্ব্বে ইহার গুহ্য বিষয় অবগত হতে হবে। সৈন্যাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা

কল্লে সবিশেষ জানা যাবে, আর এখানে সৈন্যাধ্যক্ষ ও বর্ত্ত-মান। অতএব সৈন্যাধ্যক্ষকে এ সকল বিষয় বিস্তারিত রূপে জিজ্ঞাসা করা যাক্।

নবা। সৈন্যাধ্যক্ষ! কারাগার হতে অজয়েন্দ্র সিংহের পলায়-নের কারণ কি? অজয়েন্দ্র সিংহের যুদ্ধকল্পনার পূর্ব্বে কিছু শুনেছিলে কি?

সাজা। আমি পূর্ব্বে কিছু জানিতে পারি নাই ও এখন কিছু শুনি নাই। সহসা এরূপ হইবার কারণ ও কিছু নির্দ্দেশ করিতে পারি নাই। তবে এই মাত্র জানিয়াছি যে অজয়েন্দ্র সিংহ যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক এবং যুদ্ধের আয়োজনও করিতেছে।

নবা। কি রূপে জানিলে যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে?

সাজা। পূর্ব্বে যখন রাজা অজয়েন্দ্র সিংহের নিকট কতকগুলি ছদ্মবেশী সৈন্য পাঠান হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন যে "আমি যুদ্ধ কার্য্যে ব্যস্ত আছি"। এ কথার দ্বারা বেশ প্রমাণ পাচ্চে যে রাজা অজয়েন্দ্র সিংহ যুদ্ধের আয়োজন কচ্চেন। আর ও কোন এক সৈন্য মুখে অবগত হলেম যে সমস্ত ক্ষত্রিয় সৈন্য একচিত্ত হইয়া যুদ্ধ করিবার কল্পনা করেছে। তাতে আবার অজয়েন্দ্র সিংহ পলায়িত। যুদ্ধ যে হবে, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

মন্ত্রী। আচ্ছা সাজাদা! ক্ষত্রিয়দিগের সৈন্য সংখ্যা কত?

সাজা। আমি এ বিষয় ঠিক জানি না; কিন্তু বোধ করি আমাদের সৈন্যাপেক্ষা ন্যূন।

মন্ত্রী। তবে আমাদের জয়ের আশা সম্পূর্ণ।

সাজা। অবশ্য যখন আমাদের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী নবাব বাহা-দুর স্বয়ং রণযাত্রা করেছেন তখন আমাদের নিশ্চয়ই জয়,

হবেই হবে। যখন আমরা তুরস্ক যোদ্ধৃপুরুষদিগকে রণে পরাজিত করিছি, তখন যে আমরা এই কতকগুল কপট, দুর্ব্বল ক্ষত্রিয় সৈন্য পরাজয় করবো তার আর কোন ভুল-নাই ; সিংহের সহিত শৃগাল কি কখন পরাক্রমে সমকক্ষ হতে পারে? আমাদের সৈন্যগণ সুশিক্ষিত। যুদ্ধক্ষেত্র হতে হতাশ হয়ে পলায়ন করা কাহাকে বলে তা কখন জানে না। তবে এখন যদি নবাব বাহাদুর তাঁহার দোর্দণ্ড আজ্ঞা প্রদান করেন তাহা হলেই কল্যই অজয়েন্দ্র সিংহকে পরাজয় করি।

নবা। আচ্ছা তবে কল্য প্রাতে যুদ্ধারম্ভ করো। আর এক্ষণে রাজা অজয়েন্দ্র সিংহের নিকট দূত প্রেরণ কর যে কাল প্রাতে যুদ্ধ হইবে। সাজাদা! দূতকে এই স্থানে আহ্বান কর। আমি স্বয়ং তাকে বলিয়া দি।

(সাজাদা তুরি বাজাইয়া দূতকে আহ্বান করিলেন।)

দূতের প্রবেশ।

দূত। (করযোড়ে ও হাঁটু গাড়িয়া) নবাব বাহাদুরের এ দাসের প্রতি অনুমতি কি ?

নবা। দেখ দূত, তুমি এখনই সেই ভীরু ক্ষত্রিয়রাজের নিকট গমন কর। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী নবাব বাহাদুরের কারা-গার হতে সে জঘন্য, পামর, অস্পৃশ্য, ভীরু পলায়ন করে আবার যুদ্ধ কল্পনা কচ্চে? জানেনা যে যন্ত্রণার এক শেষ থাকিবে না—পামরকে বলিও যে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হলে ক্ষত্রিয় কুল বিনষ্ট করে—ক্ষত্রিয় রাজ্য লণ্ড ভণ্ড করে—নবাব বাহাদুর তোকে—তোর সপরিবারকে বিশেষ যন্ত্রণা দিয়ে রাজার গৌরব কিছু মাত্র না দেখাইয়ে কারাশৃঙ্খলাবদ্ধ

করিবে, আরও বলিও কল্য প্রাতে নবাব বাহাদুর স্বসৈন্যে প্রজ্বলিত সমরক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় দর্প চূর্ণ করিবার জন্য স্বয়ং অবতরণ করিবেন। যাও এখনই যাও।

দুত। নবাব বাহাদুরের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[দুতের প্রস্থান।

নবা। মন্ত্রী! এসো এক্ষণে আমরা শিবিরে প্রত্যাগমন করি। আর দেখ সাজাদা! সৈন্য সামন্ত ডাকিয়া, তাহাদিগকে যুদ্ধের জন্য কল্য প্রাতে প্রস্তুত হতে আজ্ঞা প্রদান কর।

[নবাব ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

সাজা। তবে এখন সেনাপতি ডেকে যুদ্ধের পরামর্শ করা যাক্।

(তুরি বাদন।)

একজন সৈনিকের প্রবেশ।

দেখ সৈনিক! প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগকে আমার নিকট প্রেরণ কর।

সৈনি। আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[সৈনিকের প্রস্থান।

চারজন সেনাপতির প্রবেশ।

প্র-সেনা। আমাদিগের প্রতি আজ্ঞা কি?

সাজা। কল্য প্রাতে যুদ্ধ যাত্রা করিব। তা কি কৌশল অবলম্বন করা যায় তারই পরামর্শের জন্য তোমাদিগকে ডাকিয়াছি। আচ্ছা ক্ষত্রিয়দিগের সৈন্য সংখ্যা কত?

দ্বি-সেনা। আমি একজন সৈন্য মুখে শুনিলাম যে প্রায় দশ সহস্র ক্ষত্রিয় সৈন্য দুর্গমধ্যে যুদ্ধের আয়োজন কচ্চে। আর রাজা অজয়েন্দ্র সিংহ স্বয়ং অশ্বারোহী হয়েছেন।

রাজা। কি দশ সহস্র? তবে ত আমাদের অর্দ্ধেক সৈন্য, শুনিছি ক্ষত্রিয়রা নাকি ভারি অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী। ইহা কি যথার্থ?

ভূ-সেনা। জগতের মধ্যে এমন কোন জাতি নাই যাহারা ক্ষত্রিয়দিগের সঙ্গে অস্ত্রবিদ্যায় সমতুল্য হয়। উহাদিগকে রণে পরাজয় করা বড় দুরূহ ব্যাপার। যতক্ষণ পর্য্যন্ত একটী ক্ষত্রিয় জীবিত থাকবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা জয়ের আশা করি না। উহাদের স্ত্রীগণের বীর্য্য পুরুষাপেক্ষা ন্যূন নহে। সহসা আমি যুদ্ধের জন্য পরামর্শ দিতে পারি না। উহাদের জয় করিবার একমাত্র উপায় আছে। তাহা—কৌশল।

চ-সেনা। যুদ্ধ ব্যতিরেকে আর কি কৌশল আছে?

প্র-সেনা। কৌশলই আমাদের বল বটে। কিন্তু যখন অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে, ক্ষত্রিয়েরা উত্তেজিত হয়েছে, অজেয়েন্দ্র সিংহ কারামুক্ত হয়েছে, তখন আর কৌশলের উপায় নাই। রণক্ষেত্রে সম্যক যুদ্ধে প্রবিষ্ট হতেই হবে।

রাজা। (অন্যদের প্রতি) তোমাদের এ বিষয়ে মত কি?

চ-সেনা। আমি ও বিষয়ে কখন মত দিতে পারি না। তাহা হলে পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয় হস্তে নবাব দর্প চূর্ণ হবে—তাহা হলে আমাদের চিরপ্রসিদ্ধ গৌরব বিনষ্ট হবে।

রাজা। তোমরা যা বলছ সত্য বটে, কিন্তু বিবেচনা করে দেখ সম্মুখ যুদ্ধ ভিন্ন এখন আর কোন উপায় নাই, সম্মুখ যুদ্ধে বীর্য্যের সহায় গ্রহণ না করলে মেষের ন্যায় আমাদিগকে ক্ষত্রিয় হস্তে পতিত হতে হবে। তবে কেন না সম্মুখ যুদ্ধ করব? জয় যে কাহার পক্ষ তাহার ত কিছুই নিশ্চয় নাই, অতএব তোমরা

নিরুৎসাহ হয়ো না, কল্য প্রাতেই যুদ্ধ যাত্রায় প্রস্তুত থেকো।

সকলি। আমরা মহাশয়ের আজ্ঞার অনুবর্ত্তী। যে আজ্ঞা করলেন তাহা শিরোধার্য্য।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক।

——00——

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অজয়েন্দ্র সিংহের গড়।

রাজা, সৈন্যাধ্যক্ষ ও কয়েক জন সৈনিক পুরুষ।

রাজা। (রণশয্যায় সজ্জীভূত) আজ রণদেবীর সহায় লয়ে, অসিকে দক্ষিণ হস্তে ধারণ করে সম্মুখ রণে প্রবৃত্ত হব। সৈন্যগণ, প্রাণ পণে ক্ষত্রিয়দের চিরপ্রসিদ্ধ বল-বীর্য্য-ক্ষমতা-পরাক্রম দেখাইও। একটী যবন মুণ্ড জীবিত থাকিতে ফিরে এস না—স্বদর্পে প্রজ্বলিত সমরাগ্নিতে অবতরণ কর—ক্ষত্রিয়দিগের চির-প্রসিদ্ধ-চিরন্তন গৌরব সম্যকরূপে বৃদ্ধি কর—দুরাচার-দিগকে ক্ষত্রিয়দিগের অস্ত্র বল, বাহুবল দেখাইবে—তর-বারির ঝন ঝন শব্দে মেদিনীকে কাঁপাইবে—দুরাচারদিগের মস্তক ছেদন করিবে—দেখ সৈন্যগণ, প্রজ্বলিত রণক্ষেত্রে ভীত হইও না। অসিকে ম্লেচ্ছদিগের পদে সংলগ্ন করিও না। দেখ সাবধান। ক্ষত্রিয় রাজ্যের প্রিয় সৈন্যগণ, অসির প্রভাব

অনুভব করাইও। আবার বলি, ক্ষত্রিয় জাত, ক্ষত্রিয় রাজার প্রিয় সৈন্যগণ, যবন মুণ্ড রাখিও না, যবন দর্প চূর্ণ কর—দেখ নিরুৎসাহ হয়ো না। অসি আমাদের বল, অসি আমাদের সহায়, অসিই সেই দুরাত্মাদিগের কালকৃতান্ত।

সৈন্য। অদ্য ক্ষত্রিয় পরাক্রম একটী একটী সৈন্যের অসির মধ্য হতে বিকসিত হবে। প্রাণান্তে ক্ষত্রিয় সৈন্যেরা যবনের দাসত্ব স্বীকার করবে না। যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতরণ করবার পূর্ব্বে রাজন! আমায় যেন কে বলে দিচ্চে যে "আজ ক্ষত্রিয়দের জয়পতাকা গগণমার্গে উড্ডীন হবে, আপনার গৌরব দিগ্‌-দিগন্ত ব্যাপী হবে। আর রণক্ষেত্রে—সম্মুখ রণ ক্ষেত্রে, নবাবকে পরাজয় করে, ক্ষত্রিয় রাজকারাগারে বদ্ধ করিবে"।

(নেপথ্যে যবনদিগের পদশব্দ ও কলকল ধ্বনি)

রাজা। কি দোর্দণ্ড শব্দ! যবনেরা নিকটবর্ত্তী হয়েছে দেখছি! পামরেরা জানেনা যে আর কিছুক্ষণ পরে ওদের ভীষণ চীৎকার ধ্বনি ক্ষত্রিয় তরবারির ঝন ঝন শব্দে প্রতিঘাত হবে—

সৈন্যাধ্যক্ষ এখন সৈন্যসামন্ত লয়ে যুদ্ধের আয়োজন ও চেষ্টা কর। দেখ যেন যবনেরা সহসা গড়ের মধ্যে প্রবেশ না করে।

সৈন্য। প্রবল প্রতাপশালী রাজার যদ্যপি এই সামান্য সৈন্য যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে থাকে, তাহা হলে এই সম্মুখ রণে অসংখ্য যবন সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিয়া রাজা অজয়েন্দ্র সিংহের জয় ঘোষণা করিতে করিতে, ক্ষত্রিয় কুলের জয় ঘোষণা করিতে করিতে, এই দুর্গ মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিবে।

রাজা। তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। এক্ষণে সকল সৈন্যকে রণ সজ্জায় সজ্জীভূত করে, প্রজ্বলিত সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করাও; তাহাদিগকে উৎসাহ দিয়া, ক্ষত্রিয় তরবারির উপযুক্ত ব্যবহার দেখাইতে বলে দাও। আমিও অশ্বারোহী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে এখনি প্রবেশ করিব।

(নেপথ্যে (দোর্দ্দণ্ড যবন সৈন্যগণ আজ রণে অসির সহায় লইয়া একটী একটী ক্ষত্রিয়ের মস্তক ছিন্ন করে রাজ মুকুট অধিকার কর্‌বে।) (কলকল শব্দ ও কিছু ক্ষণের জন্য রণবাদ্য)

[ক্ষত্রিয় সৈন্যাধ্যক্ষের বেগে প্রস্থান।

রাজা। দেখ সৈনিক, অশ্বশালা হইতে আমার রণপ্রিয়াকে সজ্জীভূত করে আনয়ন কর।

[এক জন সৈনিকের প্রস্থান।

উঃ ক্রমেই কল্‌কল্‌ শব্দ প্রবল হচ্চে। আর বিলম্ব নাই—বোধ হচ্চে যে যবনেরা অতি অল্পক্ষণের মধ্যে গড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে উপস্থিত হবে।

(নেপথ্যে) (ভয়ঙ্কর শব্দ ও তরবারির ঝণ ঝণ শব্দ) (ক্ষত্রিয় সৈন্যেরা পরাস্থ হইল।)

সৈনিকের অশ্ব লইয়া প্রবেশ।

রাজা। সৈন্যগণ, আর কিছুক্ষণ পরে রণপ্রিয়ার সহিত সম্মুখ রণক্ষেত্রে অবতরণ করবো। (অশ্বের পৃষ্ঠদেশ চাপড়াইয়া) রণপ্রিয়ে! ক্ষত্রিয় কুলের আদর্শ স্বরূপা। চল তোমার পৃষ্ঠে আরোহণ করে ক্ষত্রিয় কুলের মান রক্ষার্থে অসির প্রভাব সম্মুখ রণক্ষেত্রে দেখাইগে। রণপ্রিয়ে! ভীরুতার বশবর্ত্তী হয়ে পশ্চাদ্ধাবিত হইও না। অসি! "মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন।" হে ইষ্টদেবতা! কুল-মান-বীর্য্য-প্রতাপ

রক্ষা করো। রণদেবী! রণে চলিলাম, সম্মুখ রণে—প্রজ্বলিত হুতাসনে যবনদিগকে পরাস্থ করিবার জন্য অগ্রসর (অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ) হইলাম।

[দ্রুতবেগে প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—oo—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দুর্গ।

দ্বারদেশে দুই জন সৈনিকের প্রবেশ।

প্র-সৈ। ওহে ভাই জয় আমাদের—এ নিশ্চয়ই। যখন রাজা অজয়েন্দ্র সিংহ স্বয়ং রণপ্রিয়ার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করেছেন তখন কি ভাই আর জয়ের সন্দেহ করা যায়?

দ্বি-সৈ।—তা বৈ কি। আর দেখ নবাবের সৈন্য সামান্য। ওরা কি কখন চিরপ্রসিদ্ধ প্রতাপশালী ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে পেরে উঠবে?

রণবাদ্য ও তরবারির ঝণ ঝণ শব্দ।

প্র-সৈ। ওহে দেখছ, তুমুল ব্যাপার।

দ্বি-সৈ। ওহে ভাই! এখন জয় কাদের তা শেষ না হলে জান্‌তে পারা যাবে না।

প্র-সৈ। তোমার মত ভ সন্দিগ্ধ সৈন্য ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে আর দুটী দেখতে পাওয়া যায় না? তুমি বলছ কি না, যুদ্ধ

শেষ না হলে জয় কাদের তা বল্‌তে পারা যায় না—জয় আমাদের—নিশ্চয়ই আমাদের।

দ্বি-সৈ। তোমরা ত ভাই বেশ, যুদ্ধ হচ্ছে রণক্ষেত্রে, আর তোমরা জয়ী হচ্ছ গড়ের মধ্যে, তোমাদের যে ভাই, "গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল, দেখ্‌তে পাচ্চি।"

প্র-সৈ। এখনও তুমি সন্দিগ্ধ? এই দেখ না জয় কাদের এখনি ঘোষণা হয়।

(নেপথ্যে)-ক্ষত্রিয় রাজার জয়, জয় রাজা অজয়েন্দ্র সিংহের জয়, জয় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ক্ষত্রিয় কুলের জয়।

(হাস্য করিতে করিতে আস্ফালন পূর্ব্বক) শুন্‌লে—শুনলে ত? এখন জয় কাদের জান্‌তে পারলে ত?

দ্বি-সৈ। জয় আমাদের নিশ্চয়ই ছিল। তবে কি না যবন-দের অনেক সৈন্য, আর শুনেছিলুম সাজাদা অত্যন্ত ক্ষমতা-শীল ও যোদ্ধা।

রাজা ও সৈন্যাধ্যক্ষ অশ্বারোহী হইয়া ও
কতকগুলি সৈন্যের প্রবেশ।

সৈন্যগণ। জয় রাজা অজয়েন্দ্র সিংহের জয়।

রাজা। আজি দিগ্বিজয়ী ক্ষত্রিয় কুলের গৌরব রক্ষা হলো। যবনেরা পরাস্ত হলো। এখন পামরকে কারাশৃঙ্খলে বদ্ধ কল্লে মনের আশা সফল হয়। সামান্য দুর্ব্বল জীব হয়ে প্রবল প্রতাপশালী ক্ষত্রিয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছাও করে? (অশ্ব হইতে অবতরণ) (এক জন সৈন্যের প্রতি) সৈনিক, রণপ্রিয়াকে অশ্বশালায় লইয়া যাও। আর দেখ, সৈন্যাধ্যক্ষ, তুমি নবা-বকে কারাশৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আমার সম্মুখে লয়ে এস।

[সৈনিক অশ্ব লইয়া প্রস্থান।

সৈন্য। রাজ আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

রাজা। যখন রণপ্রিয়ার পৃষ্ঠে আরোহণ করে সম্মুখ রণে অবতরণ করিলাম, তখন ঘোরতর যুদ্ধ দেখে রণ দেবীর সাহায্য লইলাম, অসিও রণপ্রিয়ার সহায়তায়, যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া—নবাবকে কারাশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া—জয় ঘোষণা করিতে করিতে স্বসৈন্যে পুনরাগমন করিলাম। এক্ষণে নবাব শৃঙ্খলাবদ্ধ; শৃগালকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছি তাতে গৌরবই বা কি? তবে কি না শত্রু মাত্রেই দমনীয়।

সৈন্যাধ্যক্ষ নবাবকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া প্রবেশ।

নবা। এতদিনের পর কি না এই এক সামান্য ক্ষত্রিয় রাজের নিকট পরাস্থ স্বীকার করিয়া, এক্ষণে শৃঙ্খলাবদ্ধ রহিয়াছি? ইচ্ছা করি ত এই শৃঙ্খল নিজ বাহুবলে ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাইতে পারি। ঘোর পিশাচ, সামান্য বলে বলীয়ান, তুই আমাকে আজি শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, তোর এই দুর্ব্বল সৈন্য-দিগের দ্বারা আমার স্বাধীনতা বিনষ্ট করিলি? যদি আমা-দিগের কোনরূপ প্রকার বলবীর্য্য থাকে, তাহা হলে জানিবি যে তোর সহিত পুনরায় স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করে তোর রাজ্য লণ্ড ভণ্ড করবো। হো! এ পামর কি না আজি আমাকে—(দীর্ঘনিশ্বাস)।

রাজা। সাবধান দুরাত্মা, তুই আজি আমার হস্তে নিঃসহায়ে বন্দি বলে তোর কটূক্তি ক্ষমা করলেম। এক্ষণে যথা যোগ্য বাসস্থানে গমন কর্। প্রহরীগণ, এ পামরকে গড়েরমধ্যে লইয়া গিয়া কারারুদ্ধ কর। আর দেখ, নবাব স্ত্রী ও নবাব

পুত্রীকেও কারারুদ্ধ করো—দেখ যেন তাহাদের কোন কষ্ট দিও না।

[প্রহরীগণ নবাবকে লইয়া প্রস্থান।

সৈন্যগণ। জয় অজয়েন্দ্র সিংহের জয়—জয় ক্ষত্রিয়কুলের জয়—জয়।

রাজা। সৈন্যাধ্যক্ষ! তোমার যুদ্ধ কৌশল, বীর্য্য ও পরাক্রম দেখে আমি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমাকে আমি আর অধিক কি বলিব। তোমার উপযুক্ত পারিতোষিকের দ্রব্য এ ক্ষত্রিয়কুলে দেখিতে পাই না। তুমি আজি আমার প্রিয় সন্তান অপেক্ষাও আদরণীয় হইলে, তোমারই প্রভাবে আমি এই সম্মুখ রণে জয়লাভ করিয়াছি। রণজিৎ! তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর। এক্ষণে চল আমরা প্রস্থান করি।

সৈন্য। রাজ আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

——oo——

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সদয় সিংহের নির্জ্জন গৃহ।

সদয় সিংহ আসীন।

সদ। (পরিক্রমণ করিতে করিতে) ক্ষত্রিয় কুলের জয় হোক্। রাজা অজয়েন্দ্র সিংহের শত্রুগণ বিনাশ প্রাপ্ত হোক্। অন্ত-রাত্মা বিমলানন্দ ভোগ করুক। হৃদয় চিরকাল পবিত্র থাকুক। দেহ, মন চিরকাল বলবান থাকুক। অন্তরাত্মা সুখে থাকুক। সুখ—আমার ভাগ্যে কি কখন সুখ আছে? যে দিন বিমাতার উৎপীড়নে পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করে রাজা অজয়েন্দ্র সিংহের সৈনিক-দলভুক্ত হয়েছি, সেই দিন সমস্ত পার্থিব সুখে জলাঞ্জলি দিয়েছি, অভাগার ভাগ্যে কি সুখ আছে! মন যে নিতান্তই চঞ্চল হল। এই যে ক্ষণকাল পূর্ব্বে যুদ্ধের কথা কহিতেছিলাম—এই যে অজয়েন্দ্র সিংহের জয় ঘোষণা করিতেছিলাম—এই যে ক্ষত্রিয় কুলের চির-গৌরব আশা করিতেছিলাম—করিতেছিলাম কেন? যাব-জ্জীবন করিব। সহসা মনের এরূপ বৈকল্যভাব উপস্থিত হল কেন? এ যে আমি কিছুই বুঝিতে পাচ্চি না। কৈ—কেউ ত আমার সম্মুখে নাই। (কিঞ্চিৎপরে) আচ্ছা, সে কি আমায় জানে? আমি যে তার জন্য এত চঞ্চল হয়েছি এও কি সে জানে? না—সে যদি জানৃত তা হলে আমার মন

এমন হত না (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) যা হোক্; ওসব বিষয় ভেবে আর কি কর্‌বো? এখন একটু বিশ্রাম করি। (গণ্ডদেশে হস্ত দিয়া উপবেশন)

ত্রিলোচনের প্রবেশ।

ত্রিলো। সদয়! আজ যে তোমার কাছে যেতে বাধ বাধ ঠেক্‌ছে। ও আকার কি, গালে হাত দিয়ে যে? কারও চিন্তা কচ্চ না কি? কেন, কারও সঙ্গে কোন বাদানুবাদ হয়েছে নাকি? (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) বলি ঘাড় তোল না! কি হয়েছে বল না! বিমর্শ ভাব যে! মনের সেরূপ আহ্লাদ নাই—আমোদ নাই—আমি ত আর তোমার পর নই—বল না কি হয়েছে? আর আমাকে বল্লে তোমার অনেক দুঃখের লাঘব হতে পারে! আর যদি আমার দ্বারা কোন উপকার হয় তাওত কত্তে পারি। তা বল না—বল।

একজন ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃ। আপনাকে (ত্রিলোচনের প্রতি) সৈন্যাধ্যক্ষ শীঘ্রই ডাক্‌ছেন। আপনি আর বিলম্ব কর্‌বেন না। শীঘ্রই আসুন।

ত্রিলো। আচ্ছা যাও। আমি এই সদয় নাথের সঙ্গে গোটা কত কথা কয়ে যাচ্চি।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

সদ। (স্বগত) মন যে কোন মতেই স্থির হচ্চে না। বন্ধুর নিকট প্রকাশ কল্লে শান্ত হতে পারে। আর বল্লেত সব প্রকাশ হবে। বল্‌ব কি—তবে বলি। (প্রকাশ্যে) যুদ্ধ সময়ে যুদ্ধোৎসাহে মন উন্মত্ত থাকায় পৃথিবীর আর কোন বিষয় মনোমধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। ঈশ্বর প্রসাদে জয়ী হওয়া

পর্য্যন্ত মন চঞ্চল হয়েছে। কোন মতেই শান্ত হচ্চে না! কি যে করি—আর কাকেই বা বলি তা স্থির কত্তে পারিনি। তা ভাই ত্রিলোচন তোমাকে আপনার বলে জ্ঞান করি, তাই তোমাকে বল্‌তে সাহস কচ্চি। (হাতে হাত দিয়া) তা দেখ- যেন ভাই প্রকাশ না হয়! প্রকাশ হলে আমার সবদিকেই অমঙ্গল হবে। ভাই আমার মন কোন এক উচ্চ জনের জন্য সততই ব্যাকুল। কিন্তু তারে পাইনি। তা তুমি যদি কিছু উপায় করে দিতে পার—তা হলেই সফল হই।

ত্রিলো।—আমার যত দুর সাধ্য তা আমি কত্তে কসুর করবো না।

সদ। যে দিন থেকে দেখেছি—সেই দিন থেকেই মন চঞ্চল। কিন্তু যারে দেখিছি তার মন চঞ্চল হয়েছে কি না তা বলতে পারি না।

ত্রিলো। বলি বুঝিছি—বুঝিছি—আর বলতে হবে না! এক দেখাতেই এত, না জানি কাছে আস্‌লে হত কত! সদয় তুমি দেখ্‌লে, মন ও ব্যাকুল হয়েছে, কারে দেখ্‌লে তাত কিছু বল্লে না।

সদ। তার নাম কল্লে আর ও মন ব্যাকুল হবে। আর হয়ত তুমি আমাকে পাগল বল্‌বে। (স্বগত) তার নাম করিই বা কি কর্‌ব। যদি তারে না পাই তা হলেত আমার নাম করাই সার হবে। (প্রকাশ্যে) ভাই তার নাম না জান্‌লে কি কোন উপায় হয় না। নাম বল্‌তে হানি নাই যদি প্রকাশ না পায়। তার নাম ভাই—সুনন্দা—অজয়েন্দ্র সিংহের ভগ্নী। জয়ের পর নিজের গৃহে প্রবেশ কচ্চি, এমন সময় ভাই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। সেই সাক্ষাৎ আমার

বিমলানন্দ নষ্ট করেছে। সুনন্দা আমায় যখন দেখে তখন কিছু ব্যগ্র ভাব প্রকাশ করেছিল। সেই ব্যগ্রভাবই আমার অন্ধকারময় মনের একটি মাত্র জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র স্বরূপ, তাতেই ভাই একটু আশা হচ্চে! এখন আমি কি করি— আর কি করেই বা তারে পাই?

এক দাসীর লিপি লইয়া প্রবেশ।

(সদয় নাথকে লিপি প্রদান ও দূরে অবস্থিতি।)

সদয়ের লিপি পাঠ—(লিপি লুকাইয়া রাখিয়া)

ত্রিলো। ও খানা কি? কে লিখ্‌লে! (সদয়ের হস্ত হইতে লিপি গ্রহণান্তর অগ্রসর) দেখি—দেখি!

সদ। না ও কিছু না (কিঞ্চিৎ নম্র ভাব)

ত্রিলো। আমিত ভাই সকলই জান্‌তে পেরেছি তা আমার কাছে আর ঢাক্‌লে কি হবে বল। দেখি না।

সদ। (কিঞ্চিৎ পরে) দেখ্‌বে—দেখ, দেখ যেন ভাই প্রকাশ না হয়।

ত্রিলো। (লিপি পাঠ।)

প্রিয়তম!

তোমাকে কি সম্বোধন করিয়া পত্র লিখিব তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, প্রিয়তম শব্দটী ব্যবহার করিলাম। স্থির করিতে পারি নাই বা কেন? পারিয়াছিলাম। কিন্তু লজ্জাবশতঃ লেখনীর অগ্রে আনিতে পারিলাম না। আমি অবলা, রাজবালা—তোমাকে পত্র লিখিতেছি ইহাও অসম সাহসের কর্ম্ম, কিন্তু কি করিব, আমি না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। লিখিবার বিষয় কিছুই নাই—কিন্তু লেখনীর

অগ্রে অনেক কথা আসিতেছে। বাস্তবিক, বলিতে কি, তোমাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত অহর্নিশি তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি—তুমি আমায় দেখিতে ইচ্ছা কর কি না জানি না। আর কি লিখিব, তুমি যাহাতে সুখে থাক তাহাই করিও।

তোমারই সুনন্দা।

বুঝিছি—বুঝিছি এর মধ্যেই—

সদ। (স্বগত) সুনন্দা চিঠিতে যে ভাব প্রকাশ করেছে তাতে বোধ হয় একান্তই অধৈর্য্য হয়েছে। এ চিঠি খানা পড়ে আমাকে নিতান্তই ব্যাকুল করে ফেল্লে। আমি এখন কি করি। (নিস্তব্ধ)

ত্রিলো। তবে ভাই এখন বিদায় হই। আর এর উপায় আমি কি কর্‌ব, উপায় আপনিই হয়েছে। তৃষ্ণা কোথায় জলের কাছে যাবে, না জল তৃষ্ণার কাছে এল—সদয় নাথ তোমার ভাই ভাগ্য বড় ভাল।

[প্রস্থান।

সদ। প্রেমময়ি! এ লিপি খানা তোমায় কে দিলে? সুনন্দা স্বহস্তে তোমায় দিয়েছে কি? আর দেবার সময় কি বল্লে। তোমার কাছ থেকে সেসব শুনবার বড় ইচ্ছা হয়েছে।

প্রেম। আমায় তিনি স্বহস্তেই দিয়েছেন। আর দেবার সময় এমন কিছুই বলেন নি কেবল এই কথা বলে দিয়েছেন যে আপনার সঙ্গে ত্রিদেবীর মন্দিরে সাক্ষাৎ হবে। তা সে কবে—আর কোন্ সময়ে হবে সেইটী লিপিতে লিখিয়া দেবেন। তিনিও আপনার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌বার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হয়েছেন।

সদ। প্রেমময়ি! তোমার এই সংবাদ শুনে আমি পুলকিত

হলেম। সুনন্দা ব্যাকুল হয়েছে তা রাজা অজয়েন্দ্র সিংহ জানতে পেরেছেন কি? আর সুনন্দার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছে কি?

প্রেম। না রাজা কিছুই জানতে পারেন নি। তবে বিবাহের সম্বন্ধ কোন রাজবংশে হচ্চে। সুনন্দার সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে আপনাকে পতিত্বে বরণ করে।

সদ। (স্বগত) সুনন্দার সম্বন্ধ হচ্চে। রাজার সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে কোন রাজকুলে বিবাহ হয়। কিন্তু প্রেমীর মুখে যে রূপ শুনলেম তাতে বোধ হচ্ছে সুনন্দা আমায় ছাড়া অন্য কাহাকেও পতিত্বে বরণ করবে না। কিন্তু এখন সুনন্দার সহিত সাক্ষাতের উপায় কি? সাক্ষাৎ হলে মনের কতক আশা ভরসা সফল হয়। হায়, কত দিনে যে সুনন্দার সেই মুখচন্দ্রমা দেখি নি তা আর বলতে পারি না। তা যাহোক আর ভেবেই বা কি করবো এখন এই লিপির উত্তর দিয়ে কিঞ্চিৎ বায়ু সেবনে বহির্গত হই।

(কাগজ লইয়া লিপি লিখন ও দাসীর হস্তে দেওন।)

এই লিপি সুনন্দাকে দিও আর আমার মনের ভাব সম্পূর্ণ ব্যক্ত করে বোল।

প্রেম। তবে এখন আমি বিদায় হই।

[প্রস্থান।

সদ। লিপির উত্তর লিখিলাম—প্রেমময়ীর হস্তে দিলাম—চলে গেল—আহা একটী কথা বলে দিলাম না—যাক্—যা হয় সেই মন্দিরেতেই হবে। এখন কিঞ্চিৎ বায়ুসেবন করিগে।

[প্রস্থান।

ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—০০—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সুনন্দার বিশ্রাম গৃহ।

সুনন্দা পালঙ্কে উপবেশন।

সুন। তাই ত লিপি লয়ে প্রেমময়ী ত অনেকক্ষণ গেছে। তা এখন ফিরে এলনা কেন? পথে কোন অশুভ ঘটনা ঘটেছে না কি? লিপি খানা কেউ দেখেছে না কি? সহসা আমার ডান চক্ষু স্পন্দিত হচ্চে কেন? তবে নিশ্চয়ই কোন অশুভ ঘটনা ঘটে থাক্‌বে। সদয়নাথের অমঙ্গল ঘটনা হলে আমি কি কিছুই শুন্তে পেতুম না। তাই ত আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না। তবে——

(হাস্য করিতে করিতে প্রেমময়ীর প্রবেশ।)

এই যে পেমী—আমি তোরি ভাবনা ভাবছিলাম। বলি সংবাদ কি? সব সংবাদ ত সুসংবাদ। সদয়নাথ ভাল আছেন ত? বলি চুপকরে রইলি যে——

প্রেম। আর দিদী! আমাকে আর জ্বালিও না! আমি মরি আপনার জ্বালায়। এতটা পথশ্রম করে এসে আমার মাথা ঘুর্‌ছে—পেট ব্যথা কর্চ্চে। (পেটে হাত দিয়া শয়ন)

সুন। প্রেমময়ী! তোর আবার কি হলো। কোথা আবার ব্যথা কচ্ছে—তা না হয় আমায় বল—আমি হাত বুলিয়ে দি। (মুখ পানে তাকাইয়া) প্রেমময়ী! সদয়নাথ ভাল আছেন ত?

প্রেম। আর আমাকে জ্বালিও না। মুখে কেবল সদয় সদয়! মনের ভিতর তেমনি নিদয়। আমি যে প্রাণে মরি তা একটী বার জিজ্ঞাসা করেন না, কেবল সদয়নাথের কথা বল। যার সাত জন্ম অভাগ্যি সেই রাজ সংসারে চাকরি কর্ত্তে আসে!

সুন। (প্রেমময়ীর পেটে হাত বুলুতে বুলুতে) বলি রাগ করিস্ কেন! বল্, তোর অসুখ দেখে কি আমার মনে অসুখ হচ্চে না। কিন্তু আমার মন ত সদাই অসুখী। তা তোরে আমি যে জন্যে পাঠিয়েছিলাম তা কি হল? সংবাদ ত সব সুসংবাদ? সদয়নাথ ভাল আছেন ত? প্রেমময়ী বল্ না! আর আমাকে কেন জ্বালাস্ (গলা জড়াইয়া মুখ চুম্বন) আর তোর সুনন্দাকে জ্বালাস্ নি। এখন সদয়-নাথের সংবাদ দিয়ে আমায় শান্ত কর্। প্রেমী তোর জন্যে আমি উত্তম বস্ত্র রেখেছি। সদয়নাথ ভাল আছেন ত?

প্রেম। (হাঁসিতে হাঁসিতে) তবে বলি, শোন—তোমার সদয়-নাথের সুসমাচার শোন। সদয়নাথ ভাল আছেন। এই লিপির উত্তর লিখেছেন। (লিপি প্রদান)

সুন। (ব্যস্তভাবে হাঁসিতে হাঁসিতে লিপি পাঠ) আজ মঙ্গল-বার। এখন একদিন—একরাত্রি—তার পরে প্রাণনাথের সহিত সাক্ষাৎ। পবিত্র মন্দিরে তাঁর পবিত্র মুখপদ্ম দর্শন কর্‌বো। প্রেমী তোকে আর কিছু বলে দিয়েছেন কি?

প্রেম। সদয়নাথ তোমাকে দেখিবার জন্য বড় ব্যাকুল হয়েছেন। আমি যখন লিপি লয়ে যাই তখন দেখিলাম সদয়নাথ গালে হাত দিয়ে এক মনে তোমার মনোহর মুখচন্দ্রমাখানি চিন্তা

কর্‌ছিলেন। লিপি পাঠাতে আহ্লাদিত হয়ে এই উত্তর দিলেন, আর বল্লেন যে "আমার মনের বর্ত্তমান ভাব সুনন্দাকে জানিও"?

সুন। (স্বগত) আমার মনস্কামনা কি সিদ্ধ হবে? আমি কি তাঁর পবিত্র করকমল স্পর্শ করিতে পাব? তাঁর স্কন্ধদেশে হাত দিয়া মধুর সম্ভাষণ কর্ত্তে পাব! ইষ্টদেবতা সহায় হলে সবই সম্পন্ন হবে। (প্রকাশ্যে) প্রেমময়ী! এখন মন্দিরে কেমন করে যাব! তার উপায় তোরে কর্‌তে হবে?

প্রেম। মন্দিরে যাওয়া বইত না। তা আমি না হয় তোমারে কোলে কোরে নিয়ে যাব।

সুন। তোরে আমি উপায় স্থির কর্ত্তে বল্লুম, আর তুই কি না আমার সঙ্গে ঠাট্টা কর্ত্তে লাগ্‌লি।

প্রেম। সুনন্দা! তোমারে আমি ত্রিদেবীর মন্দিরে পূজা করিবার ছলে নিয়ে যাব। সেখানে গেলে তুমি তোমার ভালবাসার জিনিস্‌কে দেখে আহ্লাদে গড়িয়ে পড়বে। বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে ত্রিদেবীর মন্দিরে দর্শন করিতে যাব বলে, পূর্ব্বে রাজা অজয়েন্দ্র সিংহের নিকট গেয়ে রাখ্‌বে। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রাজাকে বল্লে আর তিনি মানা কর্‌বেন্ না। অনায়াসে ত্রিদেবীর মন্দিরে সদয়নাথকে দেখ্‌তে পার্‌বে। কিন্তু ভাই একটী কথা আছে, একজন সামান্য সৈনিকের প্রতি তোমার এত প্রগাঢ় অনুরাগ ভাল নয়। তুমি হলে রাজার মেয়ে, রাজার ভগ্নী, তুমি তারে কেমন করে পতিত্বে বরণ কর্‌বে। মহারাজ শুন্‌লে বল্‌বেন কি?

সুন। কেন প্রেমী? তুমি কি জান না, সদয়নাথ যে উদয়পুর রাজের পুত্র। মাতৃহীন, বিমাতার উৎপীড়নে জ্বালাতন হয়ে,

পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করে, আমাদের যোধপুরে সৈন্যপদ গ্রহণ করেছেন। উনি কি সামান্য বংশোদ্ভব? প্রেমী! তা হলে কি আমার মন ওঁর জন্যে এত ব্যাকুল হত? শৃগালের প্রতি কি কখনও সিংহের অনুরাগ জন্মে? আর এ পরামর্শ বড় মন্দ নয়। তবে তাই ভাল। আজি আমি দাদাকে বলে রাখ্‌বো। আর কাল সকালে সব আয়োজন কর্‌বো। আর তুই কাল মালিনীর কাছ থেকে কতকগুলি মালা আর ফুল এনে রেখে দিস্।

প্রেম। তাই ভাল। আমি বলি কোন্ ঘুঁটে কুড়নীর ছেলে তোমার মনের কপাট খুলেছে। কিন্তু চেহারা দেখে রাজার ছেলে বলে বোধ হয় বটে। সুনন্দে! তবে এতদিনের পর তোমার মধুকর এলো। সদয়নাথ মহা যোদ্ধা পুরুষ তাঁর অঙ্গ ভারি শক্ত—কে জানে ভাই, তুমি কেমন করে তা সহ্য কর্‌বে।

সুন। প্রেমময়ী! সদয়নাথ মহা যোদ্ধা পুরুষ বটে, কিন্তু রাজ পুত্র। তিনি শক্ত হয়েও যে কোমল তাহা অনেকেই জানে না।——

প্রেম। তোমার সঙ্গে কথায় পেরে উঠ্‌বো না, তোমরা বই পড়ে প্রেম কর, সহজেই বল্‌বে প্রেম কানা। যাহোক তোমার সদয়কে ত্রিদেবীর মন্দিরে পেয়ে যেন তোমার চির প্রেমী প্রেমময়ীকে ভুলো না।

সুন। প্রেমী! তুই যখন আমার লিপিবাহক হয়ে সদয়নাথের সুসংবাদ আমাকে এমন উৎকণ্ঠিত সময়ে শুনিয়েছিস্, আর যখন তুই এই পরিণয়ের এত উপায় স্থির করে দিয়েছিস্, তখন কি তোরে আমি ভুল্‌তে পারি? তোরে আমি

চিরকাল মনে রাখ্‌বো। প্রেমী! কারা যেন আস্‌চে বোধ হচ্চে না?

(জ্ঞানদা, মোক্ষদা ও সুখদার প্রবেশ।)

তাই ভাল, মনে কচ্ছিলুম আর কেউ হবে। তা তোরা এসেছিস্ আয় আয়। বোস্ বোস্ (হস্তের দ্বারায় উপবেশন করাইয়া) তবে মোক্ষদা সব ভালত?

মোক্ষ। হাঁ সব ভাল, তবে একবার তোমাদের দেখ্‌তে এলুম। বলি দুজনে তোম্‌রা সেই অবধি কি পরামর্শ কর্চ্চ?

(প্রেমময়ীর হাস্য)।

সুন। কৈ না—এমন কিছু না—দুজনে বসে গল্প সল্প কচ্চি। প্রেমী তুই হাঁসচিস্ কেন্‌লা?

মোক্ষ। তাইত! প্রেমীর যে হাঁসি ধরে না? কেন হাঁসচিস্ লা—কিছু হয়েছে নাকি?

জ্ঞান। অব্বিশি কিছু হয়ে থাক্‌বে। তা না হলে অম্‌নি সুদু সুদু এত হাঁসবে কেন? বুঝিছি—কোন প্রেমিক পুরুষের প্রেমজালে পড়েছেন বুঝি?

(সুনন্দার লজ্জায় মস্তক হেঁট)।

সুখ। তাই হবে লো—তাই এত হাঁসি। তা বেশ ভালই ত—এত আর মন্দ কাজ নয়। তা কার সঙ্গে প্রেম কল্লে বল না?

সুন। যা—তোদের ভাই আর কোন কথা নাই। কেবল প্রেমই দেখচিস্ কি না—তাই প্রেম প্রেম, বলচিস্ (বলিয়া মস্তক হেঁট)

প্রেম। ইস্, আবার লজ্জা হোল। এই এতক্ষণ পাগল হয়েছিলে—এখন যে আর কিছু ভাল লাগে না দেখ্‌ছি?

সুন। প্রেমী! তুইও আমায় জ্বালাবি?

জ্ঞান। হেঁলা প্রেমী! কার সঙ্গে প্রেম হয়েছে লা?

প্রেম। এখন হয় নাই, হবে। এ একবার দেখিই এত হয়েছে।

সুখ। এ দেখেই এত। না জানি কথা কইলে হত কত?

মোক্ষ। হ্যাঁলা প্রেমী? তা এর মধ্যে আবার কারে কোথায় দেখলেন?

প্রেম। সে কথা আর বোল না। এই যুদ্ধের দিনে—

সুন। (জনান্তিকে) আঃ, চুপ কর্‌না? (প্রকাশ্যে) তোর জন্যে আর বাঁচিনি।

প্রেম। যখন সেনাপতি স—

সুন। তোর জ্বালায় কি আমি এখান থেকে উঠে যাব।

সুখ। তার পর আর বল্‌তে হবে না। বুঝিছি সদয় নাথ ত?

জ্ঞান। দেখ ভাই, সেনাপতি শুনেই আমার বড় মনে শঙ্কা হল যে কৈ সেনাপতির মধ্যে এমন তো কেউ নাই যে সুনন্দার উপযুক্ত পাত্র হন। তা যখন সদয় নাথের নাম শুনিলাম, তখন মনটা আহ্লাদিত হল।

সুখ। সদয় নাথই সুনন্দার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র ছিল, তা এ বেশ হয়েছে। তাঁর রূপ দেখে কোন্ যুবতীর মন চঞ্চল না হয়? তাঁর সুমিষ্ট কথা শুন্‌লে কোন যুবতীর না আলাপ কত্তে ইচ্ছা করে? তা সুনন্দা ত বালিকা, আর অবিবাহিতা—ওঁর যে মন চঞ্চল হবে তার আর আশ্চর্য্য কি?

সুন। সুখদা! তোর ও মন চঞ্চল হয় নাকি? তা না হয় তুই ফিরে গণ্ডূষ কর।

সুখ। আমিত আমি, কত বুড়িরা সদয় নাথকে দেখে হাত কামুড়ে মরে, তা আমরা ত তাদের চেয়ে আছি ভাল।

মোক্ষ। যাগ্, যাগ্। এখন ওসব কথা থাক্। বলি---ফের কবে কোথায় তাঁর সঙ্গে দেখা হবে?

প্রেম। বৃহস্পতিবারে পূজার ছলে ত্রিদেবীর মন্দিরে সদয় নাথের সহিত মালা বদল হবে।

মোক্ষ। একেবারে মালা বদল হবে? আচ্ছা রাজা অজয়েন্দ্র সিংহ, কি রাজ্ঞী এ কথা শুনেচেন?

প্রেম। না—তাঁরা এখনও এর কিছুই শুনেনূনি। আর যেন একথা প্রকাশ না হয় (মোক্ষদার গায়ে হাত দিয়া) দেখ দিদী!

সুখ। তা আবার প্রকাশ হবে কি? এত ভাল বৈ আর মন্দ কথা নয়— তবে রাজা অজয়েন্দ্র সিংহের অজ্ঞাতসারে—

জ্ঞান। তা হলেই বা? সুনন্দার বয়স ত হয়েছে আর সদয় নাথ ও কিছু অযোগ্য পাত্র নন, তা যখন রাজা এখন ও পর্য্যন্ত বিবাহের কোন চেষ্টা কল্লেন না, তাতে আর সুনন্দার দোষ কি? তা এ বেশ হয়েছে— সুনন্দার উপযুক্ত বর হয়েছে—

মোক্ষ। সুনন্দা রাজার মেয়ে— রাজার বন— আমাদের সখি— ভাগ্য ভাল তাই সদয় নাথকে ধ্যান করে পেয়েছেন? আর আমাদের শিবপূজা— সন্তেন— মান— পূজা আর ছাই পাঁষ কত কি করে ও সদয় নাথের মতন এমন সুপুরুষ পাইনি। এখন ত্রিদেবীর আশীর্ব্বাদে সুনন্দা সদয় নাথকে নিয়ে ভালয় ভালয় সুখে ঘর কন্না করুন— আমরা দেখে চক্ষু জুড়াই।

সুখ। মোক্ষদা! তুই ত বল্লি দেখে চক্ষু জুড়াই। সুনন্দা কি তাঁকে চক্ষুর অন্তরাল কর্‌বেন তাই দেখে চক্ষু জুড়াবে? (হাস্য)।

সুন। নাও ভাই, তুমি আর জ্বালিও না।

প্রেম। বেলা গেল, আমি এখন উজ্জুগ টুজ্জুগ করিগে।

সুন। তা চল আমরাও যাই।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

——00——

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ত্রিদেবীর মন্দির।

প্রেমময়ী ও সুনন্দা বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান।

প্রেম। কৈ সদয় নাথ ত এখন এলেন না? বোধ করি আস্‌বার সময় কোন ব্যাঘাত হয়েছে। নতুবা তিনি এমন শুভ সময়ে এত বিলম্ব কর্‌বেন কেন? সদয় নাথের কথা কি মিথ্যা হবে? সদয় নাথ যোদ্ধাপুরুষ, সুনন্দা প্রিয়, প্রেমিক। আর যখন আমারে কথা দিয়েছেন তখন তিনি নিশ্চয়ই আস্‌বেন। সুনন্দে, ব্যস্ত হয়ো না। ঐ না কিসের শব্দ হচ্চে?

সুন। ও শব্দ কি সদয় নাথের অশ্বের পদধ্বনি? না ও অশ্বের পদধ্বনি নয়, তবে ও সদয় নাথ নয়? সদয় নাথ হয়ত কোন অকস্মাৎ বিপদে পড়েছেন। প্রেমময়ী! তবে কি আজ তিনি আস্‌বেন?

এক জন পদাতিক সৈন্য আসীন ও সুনন্দার ত্রিদেবীর মন্দিরে প্রবেশ।

সৈন্য। নির্জ্জন উপবনে তুমি একাকিনী কিসের জন্য? এ অবলার গম্যস্থান নয়। তুমি ত্রিদেবীর মন্দিরে কি জন্য দণ্ডায়মান? কাহাকেও কি অন্বেষণ কর, না কাহার জন্য কিছু প্রার্থনা আছে? আমি অজয়েন্দ্রসিংহের সৈনিক; আমার কাছে বল্‌বার কোন বাধা নাই।

প্রেমী। আমি এখানে কাহাকেও অন্বেষণ কর্‌তে আসি নাই, ত্রিদেবীর মন্দিরে আমার মনোবাঞ্ছা জানাতে এসেছি। আমি রাজা অজয়েন্দ্রসিংহকে সম্যকরূপে চিনি। বলি সৈনিক! আপনি এ বেশে কোথায় গিয়েছেলেন? আপনি কি কাহারও অন্বেষণে গিয়েছিলেন?

সৈন্য। আমি কাহার অন্বেষণে বেরুইনি। রাজা অজয়েন্দ্রসিংহের আজ্ঞা এই যে, সৈনিক পুরুষেরা পর্য্যায়ক্রমে প্রান্তর ভ্রমণ করবে, পাছে কোন শত্রু প্রশ্রয় পায়। আমি সেই জন্য প্রান্তর ভ্রমণে বেরইয়েছি। এক্ষণে ত্রিদেবীর মন্দিরে প্রবেশ করে নিজ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। আমি এক্ষণে বিদায় হই।

[প্রস্থান।

সুন। (মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া) প্রেমী! সৈনিক পুরুষ কোথায় গেল?

প্রেম। সৈনিক পুরুষ এই চলে গেল।

সুন। এখন তিনি আস্‌ছেন না কেন, তা ও ব্যক্তি ত সৈনিক পুরুষ, ওরে জিজ্ঞাসা কল্লেও তাঁর কোন না কোন সংবাদ পাওয়া যেতে পারত। আর সেই সংবাদ শুনেও ত কিছু

আনন্দিত হতেম। প্রেমী! কোন্ অশ্বারোহী অশ্বচালনা করে এই দিকে আস্‌ছে না। ঐ শুন অশ্বের ঘন ঘন পদ শব্দ হচ্চে।

প্রেম। রাজবালা! বোধ হয় সদয়নাথেরই অশ্ব হবে।

সদয়নাথ অশ্বারোহণে প্রবেশ।

সদ। (অশ্বপৃষ্ঠ হইতে) ইষ্টদেবতার আশীর্ব্বাদে আজ ত্রিদেবীর মন্দির আলোকময় দেখ্‌তেছি, বোধ হয় প্রিয়তমার আগমন হয়েছে, ঐ যে কে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে না? (স্বগত) নেবেই জিজ্ঞাসা করা যাক না? (অশ্ব হইতে অবতরণ ও ঘোটক বৃক্ষমূলে বন্ধন) (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) এই না ত্রিদেবীর মন্দির? এরা কে? (প্রকাশ্যে) হে অনাথ নাথ! আমার অভিলষিত বস্তু এখানে কোথায়? তোমাকে নমস্কার।

প্রেম। আপনার অভিলষিত বস্তু আপনার আশাতে এতক্ষণ পর্য্যন্ত এই মন্দিরের বহির্ভাগে অপেক্ষা কর্‌ছিলেন। এই দণ্ডায়মান (অঙ্গুলি নিদর্শন) (সুনন্দার প্রতি) সুনন্দে! অগ্রসর হও। তোমার সদয়নাথ প্রেমাকাঙ্ক্ষী হয়ে ত্রিদেবীর মন্দিরে উপস্থিত হয়েছেন।

সদ। আজি ত্রিদেবীর মন্দিরে, দেবীর সাক্ষাতে আমি যাঁহাকে সুনয়নে দেখেছিলাম, যাঁহাকে এত দিন অহোরাত্র মনোমধ্যে চিন্তা কর্‌তেছিলাম, আজ তাঁকে প্রণয়নী করিবার আশায় এসেছি। বাল্যকাল হতে এই যৌবন কাল পর্য্যন্ত এখন— কোন ষোড়শী রূপসী, ও তরুণীর দোষ শূন্য চন্দ্রানন অবলোকন করি নাই। সূর্য্য মধ্যে

দোষ লক্ষিত হয়, চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, কিন্তু আজ যাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হয়ে এসেছি, তাঁর কোন কলঙ্কই দেখ্‌তে পাই না। দেবী! চক্ষু ভ্রান্তিমূলক হয় নাই। সুনন্দাকে যে দিনে দেখেছিলাম, সেই দিনাবধি রূপগুণে মুগ্ধ হয়ে, তাঁহাকে আমার অন্তরের ভালবাসার পাত্রী করেছি। যৌবনের প্রারম্ভ হতেই কত বিপদে পড়েছি, বিমাতার উৎপীড়নে কতই মনকষ্ট সহ্য করেছি, পিতৃ রাজ্য— জন্মভূমি পরিত্যাগ করে এসেছি, আজি সকল দুঃখ নিবারণ হোল। পূর্ব্ব স্মৃতি বর্ত্তমান আনন্দসাগরে মগ্ন হলো।

প্রেম। সদয়নাথ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়ে সুনন্দার কর কমল গ্রহণ করুন।

সদ। কর কমল গ্রহণ কর্‌তে অধিকক্ষণ যাবে না! সুনন্দার যদি আমার প্রতি অচলা প্রেম ও ভক্তি থাকে, তা হলেই আর কিছুক্ষণ পরে তোমার সুনন্দাকে আমার বলে গ্রহণ কর্‌বো। আমি যোদ্ধা পুরুষ—রাজ——না সে কথার প্রয়োজন নাই।

প্রেম। কি কথার প্রয়োজন নাই? সদয়নাথ! তুমি রাজপুত্র তা আমরা জানি।

সদ। আজি পর্য্যন্ত কামিনী আমার সহচরী হয় নাই। অসি ও তরবারি এতাবৎ কাল সহচর ছিল, রণক্ষেত্রে শত্রুর রক্ত স্রোত এতাবৎ কাল চক্ষুর সার্থকতা সম্পাদন করেছে, আজি দেবীর প্রসাদে ও সুনন্দার ইচ্ছায় ভরসা করি, দর্শনের আর একটী প্রিয় বস্তু হোল। এক্ষণে দেবাদিদেবের আশীর্ব্বাদে আমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হলে চরিতার্থ জ্ঞান করি। প্রেমময়ী! তোমার সুনন্দার কর কমল গ্রহণ কর্‌বার পূর্ব্বে তাঁহার

মনের ভাব কি, তা এই দেবীর সম্মুখে প্রকাশ করিতে বল; তাহা হইলেই এ রাজ— না, ক্ষত্রিয় সৈনিক পুরুষ তোমার সুন্দর সুনন্দার করকমল গ্রহণে একান্ত প্রয়াসী হয়ে তদনুরূপ কার্য্য কর্‌তে পারে।

সুন। বীরবর! প্রেমময়ীকে আদেশ কর্‌বার প্রয়োজন করে না। যখন আপনাকে পবিত্র প্রেম চক্ষে সেই সন্ধ্যার প্রাক্‌-কালে দেখেছিলাম, তখন অবধি আমার মন উতলা হয়ে উঠেছে, আর এই এত দিন পরে আজি প্রেমময়ীর পরামর্শে, বাসনার বশবর্ত্তিনী হয়ে, আপনার ভরসায় এই দেবী মন্দিরে উপস্থিত হয়েছি। বীরবর! আমি যুবতী, নানা প্রকার সৌন্দর্য্য দেখিছি, কিন্তু আপনার ন্যায় বিমল মুখারবিন্দু কাহার ও দেখি নাই। এ তরুণী আপনার প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী। বীরবর! এখন দেবীর সাক্ষাতে সত্য করে বলুন যে আপনি আমাকে যথার্থই ভাল বাসেন কি না?

সদ। রাজবালা, ভাল বাসি কি না তা দেবীই জানেন আর আমিই জানি। সুন্দরি! আমি তোমায় প্রেমাভিলাষী। আমি তোমায় অন্তরের সহিত ভাল বাসি, তার সাক্ষি এই দেবী, প্রেমময়ী আর আমার সেই লিপি। এখন তোমায় আমি এই সুন্দর ফুলের মালা অন্তরের সহিত দিলাম। (গলায় পরাইয়া দেওন)।

সুন। বীরবর! আজি আমি তোমার প্রণয়িনী হয়ে এই দেবীর সাক্ষাতে তোমাকে আমিও এই প্রণয়শৃঙ্খলে বাঁধ্‌লাম। (গলায় মালা দেওন)।

প্রেম। এখন ভগবান যেন এই নব দম্পতিকে চিরকাল সুখে

রাখেন, দীর্ঘায়ু করেন। সুনন্দার অচলা ভক্তি সদয়নাথের উপর চিরকাল সমান ভাবে থাকুক্। সদয়নাথের গভীর প্রেম সুনন্দার প্রতি অচলা থাকুক্। এখন দেবী ইহঁাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

সদ। প্রণয়িনী, তবে এক্ষণে আমি বিদায় হই (চুম্বন) প্রেমময়ী! এখন সুনন্দাকে লয়ে গৃহে প্রত্যাগমন কর। আমিও অশ্ব পৃষ্ঠে অগ্রসর হই। প্রণয়িনী, তবে আমি চল্‌লাম, (পুনরায় চুম্বন)।

(সদয়নাথ অশ্ব, বৃক্ষ হইতে খুলিয়া ও সুনন্দাকে চুম্বন করিয়া অশ্বারোহণ) (সুনন্দা ও সদয়নাথের পরস্পর দৃষ্টি)।

ইতি তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

——00——

চতুর্থ অঙ্ক।

—·—00——

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিলাস গৃহ।

রাজা অজয়েন্দ্র সিংহ ও ইন্দুমতি পালঙ্কের উপর উপবেশন।

ইন্দু। অনেক দিন হতে ঘোরতর যুদ্ধ বিপ্লবে নিযুক্ত থাকায় বিলাস গৃহের মধুর আমোদ উপভোগ্য হয় নাই। দেশ মধ্যে শত্রু প্রশ্রয় পেলে আমোদই বা কি রূপে ভাল লাগ্‌বে? যবনগণ যে রূপ দুরাচারী তার সমুচিত বিধান ও হয়েছে, পামরেরা পূর্ব্বে জেনে ছিল যে ক্ষত্রিয়গণ জগতের এক সামান্য সৃষ্ট জীব বিশেষ, কিন্তু ইহাঁদের কত বীর্য্য, পরাক্রম তাহা একবার ও মনে ভাবে নাই; সে যা হউক এখন যবনেরা পরাস্ত হয়েছে,—নবাব আমাদের কারাগারে বন্দী,—ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় কি হতে পারে? প্রাণনাথ, এ কেবল তোমার অজেয় বাহু বলের-ক্ষমতা দ্বারাই হয়েছে। ইহা যতই মনে হচ্চে ততই আহ্লাদিত হচ্ছি।

অজ। বিশ্রামের সময় আর যুদ্ধের কথা ভাল লাগে না। কিছু ক্ষণের জন্য ও সব কথা রেখে দিয়ে আমোদের কথা বল।

ইন্দু। প্রাণনাথ যদিও আমি বিলাস গৃহে তোমার সঙ্গে এক পালঙ্কে বসে রহিছি তথাপি আমার, তোমার অজেয় বাহু-বলের ক্ষমতা— ক্ষত্রিয় কুলের জয় সংবাদ— যখনি মনে হচ্চে তখনি আমি রণক্ষেত্রের ছবি দর্শন কচ্চি। নবাবকে বন্দী করা অবধি আমি যাহার পর নাই আহ্লাদিত হয়েছি। পরাজিত ব্যক্তিকে নানা প্রকার কষ্টভোগ করা-ইয়া কারারুদ্ধ করা যদ্যপি বিক্রমশালী ক্ষত্রিয়দিগের চির-ন্তন প্রথা থাকিত তাহা হইলে এই দুর্বৃত্তকে তদ্রূপ উপ-ভোগ করাইয়া কারারুদ্ধ করা যাইত। পামর সিংহনাদে সমর ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে নানা প্রকার বলবীর্য্য প্রকাশ কর্‌তে ত্রুটী করে নাই, কত যবন সৈন্য বিনষ্ট হয়েছে তার সংখ্যা নাই—আমাদের সৈন্যদিগকে বৃথা কষ্ট দিয়া অব-শেষে দুরাচার কারাগারে বন্দী— ইহা যতই স্মরণ হইতেছে ততই মন বিমল আনন্দ সরোবরে ভাসিতেছে। আচ্ছা প্রাণ-নাথ— তোমার ইচ্ছায় এখন আমি যুদ্ধ বিষয় হইতে ক্ষান্ত হলাম। (অজয়েন্দ্র সিংহের হস্ত ধারণ করিয়া) আচ্ছা প্রাণনাথ, তুমি কি আমায় যথার্থই ভাল বাস? আমার কাছে সত্য করে বল দিকিন।

অজ। প্রিয়তমে, তারাগণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বলে বিশ্বাস হতে পারে, সূর্য্য ঘুচ্ছে বলে বিশ্বাস হতে পারে, সত্য মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু আমি যে তোমায় ভাল বাসি তা কখনই মিথ্যা হতে পারে না। তুমি এতে কোন সন্দেহ কর না।

ইন্দু। তোমার এই কথা শুনে আজি আমার জন্ম সার্থক হল।

অজ। সুন্দরি! গায়িকা গণ কেমন গান গাচ্ছে কিছু ক্ষণের জন্য শুনা যাক্।

গীত।

বিহঙ্গ বেহাগ—তাল জলদ তেতালা।

আজু নাথে লয়ে, হৃদয় মন্দির ভিতর।
হৃদয় দেবতা জ্ঞানে অর্চ্চিব নিরন্তর॥
সুখ মুখ নিরখিয়ে, দুঃখ যাবে দুঃখী হয়ে,
পতিহীন জন যথা বিরহে হয় কাতর॥
আমরা যে কুলবতী, সুখি হব লয়ে পতি
পতি প্রেমানন্দ নীরে; ডুবাইব কলেবর॥
হৃদি সরোজ ভিতর, রাখিব তায় নিরন্তর,
বার না করিব আর, হয় যদি প্রাণান্তর॥

ইন্দু। গায়িকা গণের গান ও বীণার মধুর আওয়াজ শুনে কর্ণ-কুহর পরিতৃপ্ত হচ্চে। আহা কি সুমিষ্ট স্বর। শুনে চিত্ত আনন্দ রসে প্লাবিত হচ্চে। আর বোধ হচ্চে, যেন মধুসখা বিলাস গৃহে বিরাজ কচ্চেন। গীত শ্রবণে বসন্ত কালের ভাব মনে উদয় হচ্চে। মন প্রাণ শীতল হল। গায়িকারা অপ্সরা কিন্নরী। দেখ নাথ, এমন আহ্লাদের সময় তোমায় একটী আহ্লাদের সংবাদ দি। সহচরী মুখে শুনলাম সুনন্দা একটী যোদ্ধা পাত্র প্রাপ্ত হয়েছে।

অজ। (সচকিতে) অ্যাঁ, অ্যাঁ, কার প্রতি সুনন্দার ভাল বাসা জন্মেচে? আমাদের জগৎ মান্য বংশোদ্ভবাকে কে প্রণয়িনী কল্লে?

ইন্দু। যে করেছে সে যোগ্য পাত্র বটে।

অজ। কে বল, শীঘ্র বল, আমার শুন্‌তে বড় ঔৎসুক্য হচ্চে।

ইন্দু। যোদ্ধা সদয় নাথ।

অজ। সদয় নাথ যথার্থ উপযুক্ত পাত্রই বটে, রাজবংশোদ্ভব—রাজপুত্র, রূপে গুণে দেবতুল্য, কোন দিকেই সুনন্দার অযোগ্য নয়। সদয় নাথ ও সুনন্দার দীর্ঘায়ু হোক। তা প্রিয়ে, তুমি এ বিষয় আমায় পূর্ব্বে বলনি কেন? সমারোহের সহিত এ ক্রিয়া সম্পন্ন করে রাজ্য মধ্যে প্রচার করা যেত। যা হোক এখন তার সময় আছে।

ইন্দু। এতদিন যবন দমনে নিযুক্ত ছিলেন বলে কোন কথা গোচর করি নি। এক্ষনে উপযুক্ত সময় বলেই গোচর কল্লেম। নাথ! এখন একটু বিশ্রাম করা যাক্।

অজ। প্রিয়ে! আজি দুই দিন বিশ্রাম কাহাকে বলে তা জানি না। অহোরাত্র চিন্তাতে মন ব্যস্ত ছিল। তা আজি সমস্ত ক্লেশ দূর হল। গায়িকা গণের গীত আর প্রিয় ভগ্নী সুনন্দার আহ্লাদ সূচক সংবাদ শ্রবণে সকল ক্লেশ দূর হল। তা এখন প্রিয়ে——

এক জন পরিচারিকার প্রবেশ।

পরি। মহারাজের জয় হোক্। মাহারাজ! দৌবারিক দূত লইয়া বাহিরে দণ্ডায়মান। অনুমতি হয়ত এই স্থানে আনয়ন করি।

অজ। আবার দূত! শীঘ্র আনয়ন কর।

পরি। রাজ আজ্ঞা শিরোধার্য্য——

[পরিচারিকার প্রস্থান।

অজ। প্রিয়ে! আবার কি! কোন অমঙ্গল সমাচার নাকি? যবনেরা পুনরায় আক্রমন করেছে নাকি? দেখা যাক্——

ইন্দু। প্রাণেশ্বর! যবনেরা যদি পুনরায় আক্রমণ করে থাকে তাতে ক্ষত্রিয় রাজ কোন মতেই ভীত নন্। ক্ষত্রিয়রাজ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ নন্। যুদ্ধ তাঁহাদের আদরের——

পরিচারিকা, দৌবারিক ও দূতের প্রবেশ।

দৌবা। (করযোড়ে) মহারাজের জয় হোক্। দূত সমাচার লইয়া রাজ সমীপে উপস্থিত।

অজ। দূত! সংবাদ কি!

দূত। (করযোড়ে) মহারাজ! যবন দিগের সৈন্য নগরের চতুস্পার্শ্ব বেষ্টণ করেছে এবং যুদ্ধের জন্য তাহারা প্রস্তুত হচ্চে। সেনাপতি সদয় নাথ সৈন্যাধ্যক্ষের আজ্ঞায় গড় রক্ষা কচ্চে।

অজ। দূত! সৈন্যাধ্যক্ষ কোথায়? তাঁহাকে সতর্কে থাক্তে বোল। এক্ষণে গমন কর।

(দূতের গমনোদ্যম।)

ইন্দু। দূত! প্রত্যাবর্ত্তন কর (ফিরিয়া দাঁড়ান) আর রঞ্জিৎ সিংহকে কহিও যে ক্ষত্রিয় কুলতিলক রাজা অজয়েন্দ্র সিংহের রাজ্ঞী স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ কর্বেন। যাও।

[দূতের প্রস্থান।

(দৌবারিকের প্রতি) দৌবারিক! মন্ত্রী মহাশয়কে এ সমাচার দাও।

দৌবা। রাজ্ঞীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[দৌবারিকের প্রস্থান।

ইন্দু। আর দেখ পরিচারিকা, আমার রণ সজ্জা প্রস্তুত কর্তে বল।

পরি। রাজ্ঞীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

অজ। প্রিয়ে! মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ না করে এ কথা বলা ভাল হয় নাই। তুমি অবলা, বিশেষতঃ, যুদ্ধ কাহাকে বলে

তাহা জান না, রণক্ষেত্র কিরূপ তাহাও দেখ নাই। তোমার কি রণে যাওয়া সাজে ?

ইন্দু। প্রাণেশ্বর! মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ কর্‌তে ইচ্ছা থাকে তা এখন ত কর্‌তে পারেন। কিন্তু নাথ (হাত ধরিয়া) আমি তোমার সঙ্গে রণে যাব। আর তুমি যদি না যাও তবে আমি স্বয়ং রণে যাব।

অজ। আচ্ছা উতলা হবার প্রয়োজন নাই, মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করা যাক্ তার পর যা উচিত বিবেচনা হবে তাই করা যাবে। তা এখন মন্ত্রীকে সভা কর্‌তে বলা যাক্। মধুমতি—(উচ্চৈঃ-স্বরে।)

মধুমতির প্রবেশ।

মধু। মহারাজ ও রাজ্ঞীর জয় হউক।

অজ। মন্ত্রীকে সভা আহ্বান করিতে বল।

মধু। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

অজ। প্রিয়ে! তবে এখন চল রাজবেশ পরিধান করে সভায় যাওয়া যাক্।

ইন্দু। আমিও তোমার সহিত সভায় যাব।

রাজা। আচ্ছা তবে এখন চল।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক।

——00——

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সভা।

মন্ত্রী, সৈন্যাধ্যক্ষ ও দুই জন সৈনিক পুরুষ উপস্থিত।

প্র-সৈ। দেখুন সৈন্যাধক্ষ মহাশয়, এই যে কথায় বলে না "পিঁপড়ের পালক উঠে মরিবার তরে" তাই হয়েছে এই যবনদের। যবনেরা কি না ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে চায়? এক বার তো পড়েছে—আবার পড়্‌বে তার যোগাড় কচ্চে।

দ্বি-সৈ। তুমি যা বল্লে তা সব সত্য।

সৈন্যা। ক্ষত্রিয়দের তরবারির ক্ষমতা যবনেরা এখন পর্য্যন্ত সম্যক রূপে অনুভব কত্তে পারেনি। তাই তারা কীটানুকীট হয়ে যুদ্ধের আশা করে। জানে না ক্ষত্রিয়দের তরবারির কত দূর ধার। এ সময়ে রাজ আজ্ঞা পেলে যবন সৈন্য দিগকে ছিন্ন ভিন্ন করি।

মন্ত্রী। রঞ্জিৎ! মহারাজের শুভাগমন অপেক্ষা কর। সেই সময় সকলের মতামত প্রকাশ করো। তিনি বোধ করি ত্বরায়ই আস্‌বেন।

সৈন্যা। মন্ত্রীবর! বল্‌বো কি রাজ আজ্ঞা প্রাপ্ত হলে আমি মেষশাবক দিগকে পরাস্ত করে ক্ষত্রিয় কুলের চির গৌরব বৃদ্ধি করি।

মন্ত্রী। এই যে মহারাজ এই দিকে আস্‌ছেন।

মহারাজ ও রাজ্ঞীর প্রবেশ।

সকলে। (সকলে দাঁড়াইয়া) মহারাজ ও রাজ্ঞীর জয় হোক্।

(মহারাজ ও রাজ্ঞীর সিংহাসনে উপবেশন।)

অজ। মন্ত্রী, সৈন্যাধ্যক্ষ! সকলে আসন পরিগ্রহ কর।

(সকলের উপবেশন।)

যবনেরা পুনরায় যুদ্ধের আশায় নগরে ঘুচ্চে। এখন যুদ্ধ করা বিধেয় কি না— তার মতামত প্রকাশ কত্তে হবে। মন্ত্রী তুমি বিচক্ষণ, পণ্ডিত, বল দেখি এ যুদ্ধে কি রূপে কৃতকার্য্য হতে পারি? আর এ যুদ্ধ করা শ্রেয় কি না?

মন্ত্রী। যখন ক্ষত্রিয়রাজ যবনদিগকে একবার পরাজয় করেছেন, তখন জয়ের আশা নিশ্চয়ই। আর আমার মতে সমরক্ষেত্রে অবতরণ কল্লে কোন অপকার ঘট্‌তে পারে না। বরঞ্চ যবনেরা দলিত হলে ভাল হয়। আর এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া— তা সৈন্যাধ্যক্ষ বর্ত্তমান (রঞ্জিতের প্রতি) রঞ্জিৎ তুমি যুদ্ধে পারদর্শী। যুদ্ধ বিদ্যা তোমার আয়ত্তাধীন। এখন বল দেখি, কি উপায়ে যবনদিগকে পরাস্ত করা যায়; সম্মুখ রণক্ষেত্রে—কি কোন কৌশলে?

রঞ্জি। মন্ত্রীবর! রঞ্জিত যুদ্ধবিদ্যায় যত দূর পারদর্শী তা সে সকলই আপনার ও মহারাজের আশীর্ব্বাদে। রঞ্জিত সৈন্যাধ্যক্ষ যথার্থ, কিন্তু অজেয় ক্ষত্রিয় রাজের সৈন্যাধ্যক্ষ হয়ে কিরূপে কৌশলে মত দি? আমার মতে সম্মুখ রণই শ্রেয়।

ইন্দু। রঞ্জিৎ, সম্মুখ রণে অবতরণ করা ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম। কৌশলে জয়ী হওয়া ধূর্ত্ত— কাপুরুষের কার্য্য। ক্ষত্রিয় পুরুষ অস্ত্র বিদ্যায় সুশিক্ষিত হয়ে কৌশলের উপায় কখন অবলম্বন কত্তে পারে না। তা আমার মতে সম্মুখ রণই শ্রেয়,

আর এই রণক্ষেত্রে আমি ক্ষত্রিয়রাজ প্রতিনিধি হয়ে স্বয়ং অবতরণ কর্‌বো। মহারাজের যুদ্ধে অবতরণ কর্‌বার কোন প্রয়োজন নাই।

মন্ত্রী। রাজ্ঞী! আপনি সমরক্ষেত্রে স্বয়ং অবতরণ কর্‌বেন, আর মহারাজকে অবতরণ কত্তে নিষেধ কচ্চেন; আপনি অবলা, সমরের কি কি কঠিন ব্রত তা জানেন না। সহসা আপনার রণক্ষেত্রে অবতরণ করা আমার মতে যুক্তিসিদ্ধ নয়।

ইন্দু। মন্ত্রীবর! তুমি আমার ইচ্ছার বিরোধী হইও না। আমি সামান্যা নারী। সমরে কখন প্রবেশ করি নাই সত্য— কিন্তু আজি ক্ষত্রিয় রাজপ্রভাবে সম্মুখ রণে অবতরণ কর্‌তে প্রবৃত্ত হচ্চি। তা ইহাতে আর তুমি বাধা দিও না।

মন্ত্রী। রাজ্ঞী! সমরক্ষেত্রে আপনার অবতরণ করা আমার মতে কোন প্রকারে যুক্তিসিদ্ধ নয়। তবে যদি একান্ত মানস করে থাকেন তা হলে ক্ষত্রিয়রাজকে সমভিব্যাহারে লয়ে যাওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

ইন্দু। মন্ত্রীবর! এই কতকগুল মেষ শাবক পরাস্ত কর্‌বার জন্য ক্ষত্রিয় রাজকে সঙ্গে লয়ে যেতে হবে? তা হলে ক্ষত্রিয়া নারীর প্রভাব কোথায় রহিল? এ সমরক্ষেত্রে প্রবেশ কত্তে এ ক্ষত্রিয়া নারী কোন মতে ভীতা নয়। সমরক্ষেত্রে অবতরণ করে চতুর্দ্দিক অবলোকন কর্‌বো আর সে মেষশাবক দিগকে পরাস্ত করে জয়পতাকা হস্তে লয়ে প্রত্যাগমন কর্‌বো। তবে এ সামান্য রণক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় রাজকে সমভিব্যাহারে লয়ে যাওয়া কোন মতে উচিত নয়। মন্ত্রীবর! তুমি আমাকে এ বিষয়ে আর বাধা দিও না।

অজ। (রাজ্ঞীর প্রতি) আমি তোমার ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য কর্‌তে পরামর্শ দিতে পারি না। কিন্তু সম্মুখ রণক্ষেত্রে সম্যক অপরিচীতা হয়ে—সহসা এতদূর সাহসী দেখে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়েছি। তা তুমি যদি একান্ত সমরক্ষেত্রে যাইবার মানস করে থাক—তা আমি ক্ষত্রিয়রাজ হয়ে তোমাকে কোন মতে বাধা দিতে পারি না। তুমি সাবধানে রণদেবীর সহায় লয়ে সম্মুখ রণক্ষেত্রে একাকিনী গমন কর।

মন্ত্রী। তবে এক্ষণে মহারাজের আজ্ঞায় রণদেবীর সহায় লয়ে রাজ্ঞীর সম্মুখ সমরক্ষেত্রে অবতরণ করাই শ্রেয়।

ইন্দু। রঞ্জিৎ! সৈন্যগণ সকলে প্রস্তুত আছে ত?

সৈন্য। রাজ্ঞী! সকলই প্রস্তুত কেবল সমরক্ষেত্রে অবতরণ কল্লিই হয়।

প্র-সৈ। এ সমরক্ষেত্রে জয় ত হবেই।

দ্বি-সৈ। তার আর কোন সন্দেহ নাই।

অজ। রঞ্জিৎ! তবে কাল প্রাতেই সমরক্ষেত্রে অবতরণ কর্‌বার উদ্যোগ কর। আর রাজ্ঞী স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অবতরণ কর্‌বেন। রঞ্জিৎ! অদ্য রাত্রেই তুমি সৈন্যদিগকে উৎসাহ প্রদান করগে।

রঞ্জি। রাজ আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

অজ। (দাঁড়াইয়া) তবে এক্ষণে সকলে বিদায় হও।

সকলে। মহারাজ ও রাজ্ঞীর জয় হোক্।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

——00——

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

গড়ের পশ্চিম প্রান্তর।

দুই জন সৈনিক পুরুষ উপস্থিত।

প্র-সৈ। পুনরায় যবনদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হল। ক্ষত্রিয় রাজ এ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ কর্‌বেন না। স্বয়ং রাজ্ঞী যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতরণ কর্‌বেন। এখন ইষ্টদেবতার আশীর্ব্বাদে যদি জয়ী হতে পারেন তা হলে আমাদের গৌরব রাখ্‌তে আর স্থান নাই।

দ্বি-সৈ। ক্ষত্রিয় কুলের জয় হবে এত পড়েই রয়েছে। আবার তাতে রাজ্ঞী স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অবতরণ কর্‌বেন—তা এত জয়ের আশা সহজেই কর্‌তে পারি।

উভয়ে। তার সন্দেহ কি?

ইন্দুমতি, সৈন্যাধ্যক্ষ ও চারজন সৈনিক
পুরুষ সশস্ত্রে প্রবেশ।

ইন্দু। রঞ্জিত! সম্মুখ রণে অবতরণ কর্‌বার আর বিলম্ব কি? সেনাগণ সকলে প্রস্তুত আছে ত? এক্ষণে রণদেবীর সহায় লয়ে আমরা রণক্ষেত্রে প্রবেশ করি। বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

রঞ্জি। রাজ্ঞি! সেনাগণ সকলেই প্রস্তুত আছে, যুদ্ধে অবতরণ কল্লেই হয়।

ইন্দু। সম্মুখ রণে বিলম্বের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, এখন যত শীঘ্র পারি—সেই ভীরু, পাষণ্ড, যবন দুরাত্মাদিগকে জয়

করে ক্ষত্রিয়কুলের গৌরব রক্ষা করবো। এই এক এক তর-বারির আঘাতে দশ দশ যবন মুণ্ড ভূমে লুণ্ঠিত হবে। রঞ্জিত! নবাবত বন্দি, নবাবের স্ত্রীও ত বন্দি, নবাব পুত্রীও ত বন্দি, সাজাদা ত মৃত প্রায়, তবে কতকগুল ভীরু স্বভাব বিশিষ্ট সৈনিক পুরুষদিগকে পরাজয় কত্তে আর কত-ক্ষণ লাগবে? যখন ক্ষত্রিয় জাতি অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত, তখন সম্মুখ রণে আর আমাদের কিসের ভয়? আজ ভীম-নাদে সমরক্ষেত্র নিনাদিত করবো। তরবারি—তোমারি সহায় আমিও ক্ষত্রিয় জাতি। ক্ষত্রিয় কুলের গৌরব রক্ষা করো।

সৈন্যগণ। "একথা যখন হয় মানসে উদয় হে,
মানসে উদয়।
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয় তনয় হে,
ক্ষত্রিয় তনয়॥
তখনি জ্বলিয়ে উঠে হৃদয় নিলয় হে,
হৃদয় নিলয়।
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে,
বিলম্ব কি সয়?
অই শুন! অই শুন! ভেরীর আওয়াজ হে,
ভেরীর আওয়াজ।
সাজ সাজ সাজ বলে সাজ সাজ সাজ হে,
সাজ সাজ সাজ॥
চল চল চল সবে সমর সমাজ হে,
সমর সমাজ।

রাখহ পৈতৃক ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের কায হে,
ক্ষত্রিয়ের কায ॥
আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতনার হে,
রাজ পুতনার।
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়ে ছুটে রুধিরের ধার হে,
রুধিরের ধার ॥
সার্থক জীবন আর বাহু-বল তার হে,
বাহু বল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার ॥
কৃতান্ত কোমল কোলে আমাদের স্থান হে,
আমাদের স্থান।
এসো তায় সুখে সবে হইব শয়ান হে,
হইব শয়ান ॥

সৈন্যাধ্যক্ষ! তবে চল সমরক্ষেত্রে অগ্রসর হই! সেনাগণ ব্যাঘ্রের ন্যায় মূর্ত্তি ধারণ করো। সিংহের ন্যায় বলবিক্রম দেখাইও। প্রাণ যায় তবু জয়ের আশা ছেড় না। সম্মুখ রণে ভীত হইও না। রণদেবী আমাদের সহায়। তবে চল, চল সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করি।

(সমরক্ষেত্রে প্রবেশ। রণবাদ্য ইত্যাদি।)

পট পরিবর্ত্তন।

——00——

রাজার প্রশস্ত ঘর।

রাজা, মন্ত্রী ও দুইজন প্রহরী উপস্থিত।

অজ। যখন দাবানল প্রচণ্ড উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করেছে তখন যে ইহা সহজেই ক্ষান্ত হবে তাহা কখন বোধ হয় না। বিপক্ষীয়গণ ঘোরতর যুদ্ধ নিনাদে যে সমরক্ষেত্রকে নিনাদিত কর্‌বে তাহার কোন ভুল নাই। তবে তাহারা নির্ম্মস্তক, ইহাতে জয়ের আশা কতক কর্‌তে পারি। রাজ্ঞী সমর কার্য্যে সম্পূর্ণ অপরিচিতা, তবে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভবা; সৈন্যাধ্যক্ষ ও সৈন্যগণ প্রবল ও যুদ্ধ পারদর্শী ইহাতে মনোমধ্যে সহজেই যুদ্ধে জয়লাভ আশা হচ্চে। মন্ত্রী, এক্ষণে ক্ষত্রিয়দিগের চিরগৌরব বর্দ্ধিত হলেই সকল আশা সফল হয়।

মন্ত্রী। মহারাজ! ক্ষত্রিয়গণ তাহাদের বাহুবল ও তরবারির অমর্য্যাদা এখন পর্য্যন্ত জগৎকে দেখায় নাই; ইহার পূর্ব্বে যখন তাহারা দ্বিগুণতর প্রচণ্ড সমরক্ষেত্রে নবাবকে পর্য্যন্ত নিরস্ত্র করে আমাদের কারাগারে বন্দী করে এনেছে তখন যে এই সামান্য বীর্য্যবিহীন নবাব সৈন্যদিগকে ক্ষত্রিয়গণ পরাজয় ও নিরস্ত্র কর্‌বে তাহার কোন ভুল নাই। আর যখন ক্ষত্রিয়া রাজ্ঞী স্বয়ং প্রজ্বলিত সমরক্ষেত্রে বিপক্ষীগণ মাঝে অপরিচিতা অবস্থায় সাহস ও ইষ্টদেবতার উপর নির্ভর করে রণক্ষেত্রে অবতরণ করেছেন তখন ক্ষত্রিয়দিগের জয়ের আশা যে সর্ব্বক্ষণেই কর্‌তে পারি তাহার কোন সন্দেহ নাই।

অজ। মন্ত্রী! ঐ শুন ক্ষত্রিয়দের ভেরীর শব্দে গগণ নিনাদিত হচ্ছে। আমার বোধ হচ্চে কোন যবন মহাপুরুষ সমরশায়ী হল।

(নেপথ্যে) জয় ক্ষত্রিয় রাজের জয়, জয়। (রণ বাদ্য)

মন্ত্রী। মহারাজ! ঐ শুনুন। রাজ্ঞী যখন স্বয়ং সমরে অবতরণ করেছেন তখন ক্ষত্রিয়দিগের জয়ের আশা কোথা যাবে? তিনি ক্ষত্রিয়দিগের রাজ লক্ষ্মী। রণ দেবী যাঁহার সহায় তাঁহার পরাজয় কোথায়?

(নেপথ্যে) (তরবারির ঝন ঝন শব্দ।) ক্ষত্রিয় কুল বিনষ্ট হল। জয় যবন সৈন্যদিগের জয়।

অজ। মন্ত্রী! একি! সহসা ক্ষত্রিয়দিগের পতন আর যবন-দিগের জয় ধ্বনি উচ্চারিত হল এর কারণ কি? আমিত এর কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না। রাজ্ঞী কি সমরশায়ী হলেন? না রঞ্জিৎ—

(নেপথ্যে) জয় ক্ষত্রিয় কুলের জয়। জয় অজয়েন্দ্র সিংহের জয়। (রণবাদ্য)।

মন্ত্রী। পূর্ব্বে যবনদিগের জয় শব্দ যে শুন্‌তে পেয়েছিলেন, তা কিছুই নয়, ঐ শুনুন্—

(নেপথ্যে) জয় ক্ষত্রিয় কুলের জয়। জয় অজয়েন্দ্র সিংহের জয়।

ক্ষত্রিয় রাজের জয় সংবাদ শুনে কর্ণ তৃপ্ত হল। রাজন্! অহ্লাদের সীমা নাই।

(নেপথ্যে) জয় ক্ষত্রিয় কুলের জয়। জয় অজয়েন্দ্র সিংহের জয়।

ঐ শুনুন্ পুনরায় শুনুন্ (দণ্ডায়মান হইয়া) এ গৌরব সূচক সংবাদে মন্ত্রীর আনন্দের সীমা নাই!

(রণ বাদ্য) ইন্দুমতি দুই হস্তে দুই তরবারি লইয়া প্রবেশ।

ইন্দু। জয় ক্ষত্রিয় কুলের জয়। যবন সৈন্যেরা বিনষ্ট হয়েছে। সমর ক্ষেত্রে তাহারা প্রথমে বড় আড়ম্বর করেছিল। কিন্তু

আমাদের সৈন্যের ব্যাঘ্রবৎ আক্রমণে তাহারা মেষের ন্যায় দূরে পলায়ন করিল। সামান্য মেষ হয়ে তাহারা সিংহের সহিত যুদ্ধ ক্‌রতে এসেছিল। রণদেবীর সহায়ে শত্রুকুল বিনষ্ট করেছি! এই শত্রুকুলের তরবারি হস্তে করে জয় পতাকা মস্তকে ধারণ করেছি। ক্ষত্রিয়রাজ, স্বামিন্‌! শত্রুর তরবারি এই আপনার রাজ্ঞীর নিকট হইতে গ্রহণ করুন (তরবারি রাজার পদযুগলে ফেলিয়া দেওন) মহারাজ সকল দিকেই মঙ্গল, একটী মাত্র অমঙ্গল ঘটেছে, সদয় নাথ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করেছেন। উঃ! কি বীরত্ব! কি উৎসাহ! মহারাজ এখন যেন তার সেই রণমত্ততা চক্ষে দর্শন কচ্ছি। সুনন্দার ভাগ্যে এই ছিল!

অজ। রাজ্ঞী, এঁ্যা, কি বল্লে? সদয় নাথ প্রাণ ত্যাগ করেছে? এমন হরিষে বিষাদ ত কখনও দেখিনি। সুনন্দার ভাগ্যে কি এই ছিল! হায়! (দীর্ঘ নিশ্বাস ও ক্রন্দন)

মন্ত্রী। মহারাজ! এমন হর্ষের সময় অশ্রুপাত করবেন না, বিশেষতঃ যখন তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করে স্বর্গ ধামে গমন করেছেন। ভবিতব্য কে খণ্ডন করতে পারে? সুনন্দার প্রতি বিধাতার বিধিলিপি যে সে বালিকা বয়সে বিধবা হবে! এখন ক্ষত্রিয় কুল গৌরব রক্ষিণী মহিষীকে সঙ্গে লয়ে অন্তঃপুরে গমন করুন।

অজ। চল মহিষী, অন্তঃপুরে যাই, তথায় সদয়নাথের খেদোক্তি করে মনের আশা মিটাইগে। হায়! প্রিয় ভগ্নির ললাটে এই ছিল? আমি বর্ত্তমানে তাহাকে শোক বেশ পরিধান কর্‌তে হোল? সুনন্দা ছোট বালিকা, বিরহ যন্ত্রণা কাহাকে বলে, তাহা জানে না। হায়! অদৃষ্টের

লিখন কে খণ্ডাতে পারে? চল মহিষী সুনন্দাকে শান্ত করিগে। এক্ষণে কোথায় যবন দলনে তোমার শ্রম লাঘব কর্‌ব, না মনের শোক বেগ উতলাইতে চল্লেম চল, মহিষী তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই; সুনন্দা যে রূপ পতিব্রতা তাহাতে এ সংবাদ শুন্‌লে নিশ্চয়ই আত্মঘাতিনী হবে। হায়! হরিষে বিষাদ কি অসহনীয়!

[সকলের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

——00——

পঞ্চম অঙ্ক।

——00———

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বন্দিদিগের ঘর।

আত্বী, কুল্সন্ ও দুই জন পরিচারিকা উপস্থিত।

আত। সুখ আমাকে জন্মের মতন ত্যাগ করে এই কারাগারে বন্দি করে রেখেছে—জনমের তরে আর সুখ পাব না—হবে না—নবাবের প্রফুল্ল মুখ আর দেখ্‌তে পাবনা। এখন এই রকমেই জীবন কাটাতে হবে, আর হয়ত এই খানেই কবরী ধারণ কর্‌তে হবে।

কুল্। মা, যা অদৃষ্টে ছিল তা কে খণ্ডাতে পারে? এত কাল স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করে আজ কি না পরিবার বর্গ সহিত কারাবন্দী হয়ে থাক্‌তে হল— আমার যৌবন এই অন্ধকূপে কি না নিপতিত হল? মা! শুনেছি ক্ষত্রিয় দিগের রাজা গুণসম্পন্ন, দয়ালু— আর তাঁর স্ত্রী নাকি সদাই যুদ্ধের কামনা করেন, রাজা আমাদিগকে অন্তরের সহিত ভাল বাসেন আর তাঁর স্ত্রী না কি আমাদিগকে অতিশয় ঘৃণা করেন।

প্র-পরি। ক্ষত্রিয়া রাজ্ঞী বলেন যে যবন মুখ দেখ্‌লে পাপ হয়।

দ্বি-পরি। রাজা আপনাদের প্রতি সদয় বলে রাজ্ঞী তাঁকে দেখ্‌তে পারেন না। দিবারাত্রি তাঁকে তিরস্কার করেন।

প্র-পরি। রাজার গুণানুবাদ সকলেই করেন, আর শুনেছি না কি কুল্‌সন্‌কে রাজা নিষ্কৃতি দিবার কল্পনা করেছেন।

আত। এই দিকে কাহাদের পদশব্দ শুন্তে পাওয়া যাচ্চে না? বোধ হয় আমাদের ঘরের দিকেই কাহারা আসছে।

কুল্‌। ক্ষত্রিয় রাজপুরুষই এই দিকে আস্‌চেন, বোধ হয় আমাদিগকে দেখ্‌তে আস্‌চেন।

অজয়েন্দ্র সিংহ ও দুই জন প্রহরীর প্রবেশ।

অজ। প্রহরীদ্বয়! দ্বারদেশে অপেক্ষা কর। পরিচারিকাদ্বয়! নবাব বেগম ও নবাব পুত্ত্রী কেমন আছেন?

দ্বি-পরি। নবাব পুত্ত্রী সর্ব্বদা আপনারই গুণগান করেন, আপনার ইচ্ছায় তাঁহারা এক প্রকারে জীবন অতিবাহিত কচ্চেন। আপনি সহসা যে আজ এই বন্দিদিগের প্রতি সদয় হয়ে ইহাদিগকে দেখ্‌তে এসেছেন।

আত। পরিচারিকা চল আমরা বিশ্রাম গৃহে গমন করি।

আতরী ও প্রথম পরিচারিকা পার্শ্বস্থ গৃহে বিশ্রামার্থে গমন।

অজ। (স্বগত) নবাব পুত্ত্রীকে সুখে রাখ্‌তে সর্ব্বদাই ইচ্ছা করি কিন্তু রাজ্যের জন্য তাহা শীঘ্র কর্‌তে পারি না—নবাব পুত্ত্রীকে আর আমি এরূপ অবস্থায় রাখ্‌তে ইচ্ছা করি না—শীঘ্রই উহাকে নিষ্কৃতি দিয়া স্বতন্ত্র মহলে রেখে দিব।

কুল্‌। পরিচারিকা! তুমি উদ্যান হতে মহারাজের জন্য ফুল আন গে! আর বিলম্ব করো না, শীঘ্র যাও।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

আপনি যে এ হতভাগ্য নবাব পুত্রীর প্রতি সদয় হবেন তা আমি কখন ও ভাবি নাই— এ তরুণ বয়স্কা যুবতী আপনার ন্যায় সুপুরুষ দর্শন কল্লে চরিতার্থ হয়। রাজন্, মহারাজ, যেমন দয়া করে কুল্সন্‌কে দেখ্‌তে এসেছেন তেমনই সদয় হয়ে এ কারাগার হতে মুক্ত করে আমায় স্বতন্ত্র মহলে স্থান দিন।

অজ। সুন্দরি! নবাব পুত্রি, আমার সম্পূর্ণ তাই ইচ্ছা কিন্তু শুদ্ধ রাজ্ঞীর জন্য আমি সহসা একরূপ করতে পারি না—সে যাহা হউক সুন্দরি তোমাকে আমি অতি শীঘ্র স্বতন্ত্র স্থানে আশ্রয় দিব।

কুল্। রাজন্! আমি বন্দী— বন্দী রাজাকে সব কথা বল্‌তে সাহস করে না— কিন্তু আমি আপনাকে সুন্দর নয়নে দর্শন করিয়া অবধি মনের কথা ব্যক্ত কর্‌তে সাহসী হয়েছি— আপনি আমার প্রতি যেরূপ সদয়, তাহাতে বোধ হচ্ছে যে আমাকে আপনি কিয়দংশে ভাল বাসেন—রাজন! আমি বন্দী সত্য, কিন্তু বন্দী হয়েও আপনাকে ছাড়া আর কাহা-কেও মনের কথা ব্যক্ত কত্তে পারি না।

অজ। সুন্দরি! তুমি বন্দী সত্য, তোমাকে আমিই বন্দি করে এনেছি— কিন্তু আমিও বন্দী—তুমি এই অট্টালিকা মধ্যে, আমি তোমার——

কুল্। আজ আমার জন্ম সার্থক হলো— আপনার মুখ থেকে এ প্রকার কথা শুন্‌তে আমি কখন আশা করি নাই। আমি বন্দী সত্য, বন্দী হয়েও বোধ হচ্চে আমি পরম সৌভাগ্যবতী, নতুবা ক্ষত্রিয় রাজের একরূপ দয়া হবে কেন?

অজ। প্রেয়সি! তুমিই আমার প্রাণের পুত্তলিকা—আমি রাজ্ঞীর অমতেও তোমার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য কর্‌তে বিলম্ব কর্‌ব না— আর তোমাকে যত শীঘ্র পারি মুক্ত কর্‌ব।

কুল্। প্রাণ নাথ! যদিও আমি যবন-নবাব-পুত্রী, তথাপি আপনাকে "প্রাণ কান্ত" বলে সম্বোধন কল্লেম—আপনি আমাকে যে রূপ ভাল বাসেন তদ্রূপ কেহই বাসে না— জীবন নাথ! আপনি এ দাসীর এক মাত্র উপায়, গতি।

অজ। সুন্দরি! তুমি বন্দী নও, আমার চিত্ত অপহারক— আমিই তোমার নিকট বন্দী—(আলিঙ্গন করিয়া) তুমি আমার প্রাণ অপক্ষাও প্রিয়তম। তোমাকে দর্শন কল্লে মনের বিকার দূর হয়—কুল্‌সন্! রাজা মনে করে ভয় প্রযুক্ত মনের ভাব গোপন রেখ না।

কুল্। রাজন্! আপনাকে যখন প্রাণ কান্ত বলে সম্বোধন করেছি তখন আমার মনের ভাব লুকিয়ে রাখ্‌বার প্রয়োজন কি? (হস্ত ধারণ করিয়া) জীবন নাথ! তুমিই আমার যথা সর্ব্বস্ব—তোমার অদর্শনে আমি নিতান্ত ব্যাকুলা হই। তবে প্রাণ নাথ আমায় শীঘ্র মুক্ত করে মনোযাতনা হতে নিষ্কৃতি দাও—

এক জন ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। মহারাজের জয় হৌক—অন্তঃপুরে রাজ্ঞী আপনার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌তে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

অজ। আচ্ছা তুমি যাও— [ভৃত্যের প্রস্থান।

সুন্দরি! তবে আমি এক্ষণে বিদায় হই। পুনরায় সাক্ষাৎ কর্‌বার মানস রহিল।

[প্রস্থান।

কুলু। রাজা আমার প্রতি যে রূপ সদয়, তাহাতে বেশ বোধ হচ্ছে যে আমাকে উনি শীঘ্রই নিষ্কৃতি দেবেন—পরমেশ্বর তাই করুন। এক্ষণে রাত্রি অধিক হয়েছে বিশ্রামার্থে শয্যা গৃহে প্রবেশ করি।

[প্রস্থান।

ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক।

——00——

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

———

বৃহৎ ঘর।

রাজা ও মন্ত্রী উপবিষ্ট ও দুই জন সৈনিক দণ্ডায়মান।

অজ। মনের সুখ ক্ষণ ভঙ্গুর—সময়ে সময়ে মন নানা প্রকারে ব্যস্ত হয়—আজ আমার মন নিতান্ত ব্যথিত হয়েছে—বন্দিদের কষ্ট আমি ক্ষত্রিয় রাজ হয়ে দেখ্‌তে পারিনা—রাজ্ঞী তাহাদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন—আমি সেই জন্যই দুঃখিত ও চিন্তিত। মন্ত্রিবর! রাজ্যের অসুখ হলে যদ্রূপ কষ্ট হয় তদ্রূপ নবাব বন্দিদিগের কষ্ট দেখ্‌লে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হই—(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) রাজ্ঞীর যবনদিগের প্রতি ঘৃণা বদ্ধমূল হয়েছে, আমি তাহাদিগকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না বলে, ঘৃণা করি না বলে, রাজ্ঞী আমাকে অহর্নিশি তিরস্কার করেন। (দীর্ঘনিশ্বাস)

মন্ত্রী। মহারাজ আপনি ক্ষত্রিয় কুলতিলক হয়ে অধীর হবেন না—অধৈর্য্য অবলম্বন করা আপনার ন্যায় রাজ

পুরুষের উচিত নয়—রাজ্ঞী তরুণ বয়স্কা যা বলেন তা সম্যক বুঝে দেখেন না—তার জন্য আপনার আক্ষেপ করা উচিত নয়।

আমোদী পুরুষের প্রবেশ,।

আ-পু। জয় ক্ষত্রিয় রাজের জয়। মন্ত্রিবর! এত দিনে রাজা রোগ শূন্য হলেন, বৈরীদল সর্ব্বস্বান্ত হলো—আর ক্ষত্রিয় কুলের কোন চিন্তার কারণ নাই—এক্ষণে রাজা এ পুরুষকে সুখী করুন।

মন্ত্রী। (নিকটে গিয়া) মহাশয়! মহারাজ বৈরি শূন্য হয়েছেন সত্য কিন্তু তাঁহার মনে কিছুমাত্র সুখ নাই—আপনি এক্ষণে প্রস্থান করুন।

আ-পু। মহারাজের অসুখের কারণ কি?

অজ। বিদুর! আজ আমার মনে সুখ নাই—সেই জন্য আমোদের কথা ভাল লাগে না—আমি শত্রু শূন্য হয়েছি কিন্তু মনের যাতনায় দগ্ধে মরচি—ক্ষত্রিয় রাজা হয়ে কখনও মনের অসুখ অনুভব করি নাই—তুমি আমার সহিত অন্য আর এক সময়ে সাক্ষাৎ করো।

আ-পু। মহারাজের জয় হোক (প্রণাম)

প্রস্থান।

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনি যেরূপ কাতর হয়েছেন তাহাতে বিলক্ষণ বোধ হচ্ছে যে আপনি শীঘ্রই অসুস্থ হবেন। ধৈর্য্য অবলম্বন করুন—আর যাহাতে নবাব বন্দিগণ সুখে থাক্‌তে পারে তাহার উপায় আমি শীঘ্রই করে দিচ্চি—তাহা-দিগকে যত্ন করে রাখ্‌লে রাজ্ঞী ক্ষুণ্ণ বা রাগান্বিত হবেন না।

অজ। মন্ত্রিবর! অবশেষে মনোদুঃখে জীবন শেষ কর্‌তে হোল— তাহাদিগকে যত্ন করে রাখা দূরে থাকুক এক এক বার দেখ্‌তে গেলে রাজ্ঞী ক্ষুণ্ণ হন—নবাব পুত্রীর আমি যেরূপ কষ্ট দেখে এসেছি তাহাতে তাহার সেই কষ্ট শীঘ্র লাঘব করা কর্ত্তব্য—অতএব মন্ত্রিবর তুমি নবাব পুত্রীর জন্য একটী স্বতন্ত্র মহল নির্ম্মাণ কর্‌তে আজ্ঞা দাও ও উহার উপায় সকল স্থির কর গে।

মন্ত্রী। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য, তবে অনুমতি হয় ত আমি এক্ষণে বিদায় হই।

অজ। যাহাতে অতি অল্প কালের মধ্যে নবাব পুত্রীর কষ্ট দূরীভুত হয় তাহার চেষ্টা কর গে।

(ইন্দুমতী ছুরিকা হস্তে রাজার নিকট উপস্থিত।)

ইন্দু। স্বামিন্! আপনি ক্ষত্রিয় কুলতিলক—প্রতাপশালী ক্ষত্রিয় রাজ, আমার স্বামী, এক মাত্র উপায় ও গতি—আপনার রাজ ব্যবহারে আমি নিতান্ত দুঃখিত ও বিস্মিত হয়েছি— আমার সঙ্গে এত কাল ধূর্ত্ত বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় কার্য্য করেছেন—আমার মুখে কালি দিয়েছেন—আপনার যে হস্ত আমার এই পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করেছে, এত দিন পরে জান্‌লেম সেই হস্ত পতিত—ক্ষত্রিয়া নারী সে হস্ত স্পর্শ করা দূরে থাক্‌ সে ক্ষত্রিয় পুরুষের মুখাবলোকন কর্‌তে ঘৃণা বোধ করেন—আমি সেই মুখাবলোকন করে কলঙ্কিনী হতে ইচ্ছা করি না— যে হস্ত প্রেমভাবে যবনের হস্ত স্পর্শ করেছে সেই হস্ত পুনরায় এই ক্ষত্রিয়া নারীর কর কমল স্পর্শ কর্‌তে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত— আমি ক্ষত্রিয়া নারী আপনার পরিণীতা স্ত্রী হয়ে সে কলঙ্কের ভাগিনী হতে ইচ্ছা করি না—

আমার জীবন থাকা আর না থাকা সমান হয়েছে—স্বামিন! আপনার সম্মুখে ইন্দুমতী আজ এ কালামুখ লুকোবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে--আমার সমুদয় দোষ ক্ষমা করুন—আর যদ্যপি পুনরায় সাক্ষাৎ কর্‌তে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পর জন্মে সাক্ষাৎ কর্‌তে ত্রুটি কর্‌ব না। (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া করযোড়ে) হে বিশ্বমাতা, যে অমূল্যধন, জীবনধন এ ক্ষত্রিয়া নারীকে প্রদান করেছেন তাহা নিষ্কলঙ্ক হয়ে এ ধরাধাম হতে বিদায় হল— জীবন নাথ! ক্ষত্রিয় কুলতিলক—তব নৃশংস ব্যবহারে—তবে আমি যাই——

(বুকে ছুরিকাঘাত, পতন ও কিঞ্চিৎ পরে মৃত্যু)

অজ। একি? একি? এ কি হলো ইন্দুমতি ছুরিকাঘাতে আমার সম্মুখে জীবন ত্যাগ করলে---অহো? (মূর্চ্ছা)

মন্ত্রী। মহারাজ! এ আবার কি— আপনিও গেলেন নাকি? হা! ক্ষত্রিয়দিগের ইষ্টদেবতা! ক্ষত্রিয় কুল ধ্বংস হলো—প্রহরী! শীঘ্র জল আনয়ন কর। (তালবৃন্ত বীজন।)

প্রহরী জল লইয়া প্রবেশ।

প্রহ। (জলের পাত্র মন্ত্রীর হস্তে প্রদান ও বীজন)

মন্ত্রী। (মুখে জলদেওন) মহারাজ জাগ্রত হোন্— দয়াবান—উত্থান করুন— হে ভগবান তোমারই ইচ্ছা।

অজ। অহো— এ ঘৃণ্য এখনও সব আলোকময় দেখ্‌চে— মন্ত্রি! আমাকে ধর— (মন্ত্রীকে ধরিয়া উপবেশন)

মন্ত্রী। মহারাজ! অন্তঃপুরে চলুন এখানে আর বস্‌বার প্রয়োজন করে না— (প্রহরীদ্বয়ের প্রতি) তোমরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ এস। [সকলের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সুনন্দার ঘর—উদ্যানের সম্মুখ।

সুনন্দা ছুরিকা লইয়া মলিন বেশে আসীনা।

সুন। মানব দেহ দুঃখের ভার সদাই বহন করে— চাতকের ন্যায় এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে— আশা লতাকে চিরবর্দ্ধিনী করে— যার পক্ষে বিধি বাম তার কি কখনও কোন সুখের আশা থাকে— যাঁর জন্য এ ভরা যৌবন অনেক আশা করে রেখে-ছিলেম সেই যৌবন আজ তাঁর শ্রীচরণে অর্পণ করবো। যাঁর অদর্শনে প্রাণ মন বিচলিত হোত তাঁরে কি না এ জন্মে আর দেখ্‌তে পাব না—গেলেন---তা একবার দেখা হলো না; আহা, দিদিই বা গেলেন কোথায়? আহা! কি যন্ত্রণা পেয়েই প্রাণত্যাগ করেছেন---হা বিধাত! তোমার মনে কি এই ছিল? তবে আর কেন— যে পথে প্রাণনাথ সেই পথে গমন করি। অঞ্চলের দ্বারা আমার চক্ষুর জল যিনি মুছাইয়া দিতেন তিনিও দাদার অসদাচরণে প্রাণ পরি-ত্যাগ করেছেন। তবে আর আমি এ পৃথিবীতে কেন? যাই প্রাণনাথের সহিত সাক্ষাৎ করি গে—প্রাণনাথ! তুমি সদয়, দয়াবান, কৃপা করে এ কৃপাকাঙ্ক্ষীর উপর একবার কটাক্ষপাত কর। আমি আর তোমা বিহনে কিরূপে এ প্রাণধারণ কর্‌বো? হা কৃপানাথ— কেন আমারে সেই ত্রিদেবীর মন্দিরে তাঁর সহিত মিলাইয়া ছিলে? আমায় এই অসহনীয় দুঃখের ভাগিনী করিবার

জন্য? তা কেন আমায় তখনই বল নাই? হা জীবিতেশ্বর---হা যোদ্ধা পুরুষ! হা সদয়নাথ! অহো (দীর্ঘনিশ্বাস ও ক্রন্দন।)

প্রেমময়ীর প্রবেশ।

প্রেম। দিদি, আজি তুমি এমন বিমর্ষ ভাবে বসে কেন? তোমার মুখে হাসি নাই—গালে হাত দিয়ে ভাবচো—আবার কাঁদচ, মুখ তোল--- তোমার প্রেমময়ী এসেছে, মনের কথা বল, আমার কাছে কিছু অপ্রকাশ রেখ না।

স্থন। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) প্রেমী! মনের কথা শুনবার লোক যে আমার নেই—যাঁর সঙ্গে আমার সেই ত্রিদেবীর মন্দিরে প্রণয় ভাবে স্বাক্ষাৎ হয়েছিল, তিনি যে সম্মুখ রণে প্রাণ ত্যাগ করেছেন—অহো (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)।

প্রেম। দিদী! ওকি কথা বল? বিধির লিখন কে খণ্ডাতে পারে? তোমায় যে তিনি দুঃখের ভাগিনী কর্‌বার জন্য পশ্চাতে রেখে যাবেন তা ত আর আমি জানতুম না, রাজ-বালা, আর কেঁদ না— দুঃখের সাগর আর উৎলো না, চোক মোচ, এখন ও চিন্তা ত্যাগ কর।

স্থন। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) যাঁকে মন প্রাণ অর্পণ করেছিলাম তাঁর বিরহে কি প্রকারে জীবন ধারণ কর্‌বো; জীবন-নাথ! কেন আমায় তুমি সঙ্গে করে নিলে না? হে সুখ দাতা, এ ক্ষত্রিয়া যুবতী বিধবা হয়ে পতির দুঃখভার বহন কত্তে পার্‌বে না—এ কোমলাঙ্গী, পতি অদর্শণ—দারুণ কষ্ট সহ্য কত্তে পার্‌বে না—আমার আর এ প্রাণে প্রয়োজন কি? (প্রেমময়ীর প্রতি) প্রেমী! তুই একবার আমার ঘর

থেকে সদয় নাথের সেই লিপি খানা নিয়ে আয়, তবু সে খানা দেখ্‌লে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হবে।

প্রেম। কোথা আছে তা বলে দাও।

স্থন। আমার লিপি লিখিবার বাক্সের মধ্যে আছে, চাবি তাতেই লাগান আছে।

প্রেম। তবে আমি যাই।

[প্রস্থান।

স্থন। (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া করযোড়ে) হে বিশ্বমাতা ! এমন অবসরে তোমার নিকট আমি শেষ বিদায় গ্রহণ কচ্চি—তুমি যে অমূল্য জীবন আমাকে দিয়েছ তাহা আমার জ্ঞাতসারে নিষ্কলঙ্ক থেকে আজি অকালে বিসর্জ্জন দিচ্চি—ক্ষমা করুন—এ দারুণ কষ্ট ভার আর বহন কত্তে পারি না—জীবন, আর তোমার প্রতি মায়ার প্রয়োজন করে না—(ছুরিকা বাহির করিয়া) ছুরিকা—তোমা দ্বারাই আমার পতি সদয় নাথ যবন হস্তে পতিত হয়েছে, আজি তুমি আমার এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণ গ্রহণ কর—হা স্বামিন—সদয়—(বক্ষে ছুরিকাঘাত ও ভূমে পতন) অহো ! সদয়— (কিয়ৎক্ষণ পরে মৃত্যু)

প্রেমময়ীর প্রবেশ।

প্রেম। একি ! একি ! প্রিয় স্থনন্দে, দিদি, রাজবালা তোমার মনে কি এই ছিল ? (রোদন করিতে করিতে মস্তক ক্রোড়ে দিকে লইয়া গিয়া) (ছুরিকা দেখিয়া) একি ? আমি অন্তঃপুরে মহারাজকে এ সংবাদ দিই গে।

[প্রস্থান।

অজয়েন্দ্র সিংহ, মন্ত্রী ও প্রেমময়ীর প্রবেশ।

অজ। একি? সহোদরাও গেলেন? অহো! তবে আর আমার এ জীবনে প্রয়োজন কি? ইন্দুমতি ঘৃণ্য বলে ত্যাগ কল্লেন—সহোদরা দুঃখে জীবন ত্যাগ কল্লে, তবে আর আমি কিসের জন্য এ ছার জীবন ধারণ করি? সুনন্দার পরিণয় সংবাদ শুনে বড়ই আহ্লাদিত হয়ে ছিলেম, সুনন্দাকে লয়ে এক দিনের জন্য আমোদ কত্তে পাল্লুম না। অহো! (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

(সুনন্দার বক্ষ হইতে ছুরিকা লইয়া) রে যম, তুই এত ক্ষত্রিয় রক্ত কখনও এ ভবধামে পান করিস্‌নি—আজি তোরে আমিও কিঞ্চিৎ পান করাব—(যোধপুরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) হে ক্ষত্রিয় সৈন্যগণ, হে যোধপুর বাসীগণ তোমাদিগকে এত কাল নির্ব্বিঘ্নে পালন করে আজি আমি বিদায় গ্রহণ কচ্চি—বিদায় কর—হে পৃথিবী তুমিও বিদায় কর—মন্ত্রীবর—প্রেমময়ী,তোমরাও আজি আমাকে বিদায় কর। আমি প্রিয়া ও সহোদরা বিহীন হয়ে এ ছার জীবন আর ধারণ কত্তে পার্‌বো না; ছুরিকা, তুমিই আমার কষ্ট নিবারণের এক মাত্র উপায়, তোমাকে আলিঙ্গন করে আমি সুখী হব, হা ইন্দুমতি! হা সুনন্দে! (ছুরিকা বক্ষে মারিতে উদ্যত)

মন্ত্রী। মহারাজ করেন কি? করেন কি? ক্ষত্রিয় রাজ, প্রজা পালক, দয়াবান, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন—প্রতাপশালী রাজা হয়ে মায়ার বশবর্ত্তী হবেন না।

অজ। মন্ত্রীবর! আর আমাকে নিষেধ করো না—আর আমাকে

পাপের ভাগী করো না—জীবন! তুমি আর কতক্ষণ এ পাপ দেহ পিঞ্জরে আবদ্ধ থাক্‌বে? শীঘ্র বাহির হও (বক্ষে ছুরিকাঘাত ও পতন) অহো! (কিঞ্চিৎ পরে মৃত্যু)

মন্ত্রী। হায়! ক্ষত্রিয় কুল বিনষ্ট হোল— রাজ্ঞী, সুনন্দা, মহারাজ সকলে একে একে প্রাণত্যাগ কল্লেন— এখন এ রাজত্ব ছিন্ন ভিন্ন হবে— ক্ষত্রিয় প্রজাগণ রাজা বিহীনে অতুল দুঃখ সাগরে ভাস্‌বে— এখন ত এঁরা সকলেই গেলেন (দীর্ঘনিঃশ্বাস)

প্রেম। (ক্রন্দন করিতে করিতে) কি পোড়া কপাল! রাজকুলে কেহ রহিল না, রাজ্ঞী, সুনন্দা, রাজা একে একে পৃথিবী ত্যাগ কল্লেন। অহো! (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) সুখের রাজত্ব দুঃখের ভাণ্ডার হবে!

মন্ত্রী। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) প্রেমী, তবে এক্ষণে চল ক্ষত্রিয়রাজের সৎকারের চেষ্টা করা যাক্‌গে।

[মন্ত্রী ও প্রেমময়ীর প্রস্থান।

কুল্‌সনের প্রবেশ।

কুল্‌। একি? কি দেখলেম্‌— উনি কে (সুনন্দার প্রতি চাহিয়া) এ মুখত আমি কখনও দেখি নাই— ইনি কে— প্রাণকান্ত পতিত—কেন? কে আঘাত কল্লে? এঁ্যা! এ যে আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না— এঁা! প্রাণকান্ত পতিত? (উচ্চৈঃস্বরে) প্রাণনাথ— ক্ষত্রিয়রাজ— কোন উত্তর নাই— তবে বুঝি নাই— এঁ্যা নাই? আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি, না স্বপ্নাবেশে মগ্ন আছি? একি? ছুরিকা! এখানে কেন? আর এ ষোড়ষী বা কে? ও, সেই রাজার এক নবীনা ভগ্নী ছিলেন,

এক যোদ্ধা রাজপুত্রের সহিত তাহার পরিণয় হয়, বীরবর যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেছেন সেই দুঃখেই বোধ হয় পতি পরায়ণা ষোড়ষী আত্মহত্যা করেছে, আর রাজ্ঞীর শোকে প্রাণনাথ প্রাণত্যাগ করেছেন। (অজয়েন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রাণনাথ! নবাব পুত্রী কুল্‌সন্ আপনার প্রেমাকাঙ্ক্ষী হয়ে আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান— আপনি ও যেখানে আমিও সেখানে— নাথ আর কষ্ট দিওনা— (দণ্ডায়মান) কেন আমি সুন্দরী হয়ে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ কল্লেম— কেন আমি সুন্দর নয়নে ক্ষত্রিয় রাজের প্রতি দৃষ্টিপাত কল্লেম— কেন আমি এঁর প্রেমে বদ্ধ হয়ে নিজ যৌবন ইহাঁতে সমর্পণ কল্লেম— হা প্রাণ! বন্দী— চিরবন্দী—কষ্টের সীমা নাই— উহার উপর প্রাণকান্তের বিরহ— কষ্টের আর সীমা নাই— এ দারুণ কষ্ট সহ্ন কর্‌তে আমি কখনই পার্‌ব না— তবে আর আমার এ জীবনে প্রয়োজন কি? যাঁরে মন প্রান যৌবন সকলই সমর্পণ করেছি, তিনি যখন এ ছার সংসার ত্যাগ করেছেন তখন আমি আর কাহার জন্য, কাহার ভরসায় এ জীবন রক্ষা কর্‌বো? (রাজার বক্ষ হইতে ছুরিকা লইয়া অবলোকন) তুমিই আমার প্রাণ কান্তের জীবন হরণ করেছ, তুমি নৃশংসাপেক্ষা অতি দুরাচার, তুমি আমার ও সহায় হয়ে আজি এই ছার জীবন হরণ কর। ছুরিকা, তবে আর বিলম্ব কিসের? পতির বিরহে প্রাণদান, সতীর চিহ্ন। হে পিতা মাতা, তোমরাও বন্দী, তোমাদের নিকট আজি আনন্দে বিদায় চাহিতেছি— বিদায় কর— দোষ সকল মার্জ্জনা কর— হে ভগবান এ অমূল্য জীবন ধন আজি বিসর্জ্জন দিচ্চি— তুমি আমার দোষ

সকল ক্ষমা কর, অসি! তবে আর বিলম্ব কিসের? (বক্ষে ছুরিকাঘাত ও পতন) অহো! (কিঞ্চিৎ পরে মৃত্যু)।

যবনিকা পতন।

ইতি তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

——oo——

Printed by Hurro Chunder Dass, at the Beadon Press.

শুদ্ধিপত্র ।

অশুদ্ধ ।	শুদ্ধ ।	পৃষ্ঠা।	পংক্তি।
পর্শ্বে	পার্শ্বে	১	৮
কম্পান্বিত	কম্পান্বিতা	৪	৪
বীড়	বীর	৫	১৭
নবা	মন্ত্রী	১৭	৪
বাহাদূর	বাহাদুর	১৮	৭
ঐ	ঐ	১৮	২৪
ঐ	ঐ	১৯	১
পরাস্থ	পরাস্ত	২৩	১৭
ঐ	ঐ	২৪	২
ঐ	ঐ	২৬	১২
করে	করেন	৩৩	৬
জানিও	জানাইও	৩৭	৩
সরোররে	সরোবরে	৪৮	১৪
বসে	বলে	৬২	২৫